

•

বল্লরী

দ্বিতীয় সংস্করণ

(পরিবর্দ্ধিত)



শ্রীকালিদাস রায়

মূল্য আট আনা ।
বীধাই, বারো আনা ।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

সম্পাদিত ।

প্রকাশক শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী

রায় এণ্ড রায় চৌধুরী

২৪নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ।



উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

প্রমুখ

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের

ম্যারিগোল্ড ক্লাবের বন্ধুগণের

করকমলে ।



বহ্ননী ।

প্রণাম ।

(গীতা)

তুমি এ সৃজন-স্থিতির কারণ, তুমিই ধ্বংসকাজ,
বহুবাহু, বহুদশনকরাল, রবি-শশী তব নেত্র ।
মুখমণ্ডলে হতাশন অলে মেলিয়া জিহ্বা সপ্ত,
নিজ তেজোজ্বালে বিরাটনিখিলে করিয়াছ উত্তপ্ত ।

ব্যোমমণ্ডলবিবৃত বস্ত্রে বহুবর্ণের স্ফুর্তি,
অবিস্ফারিতদীপ্তবিশালনেত্রোজ্জ্বল মূর্তি ।
হেরিয়া এ রূপ হে জিলোকভূপ, ইঞ্জিরমর ভ্রান্তি,
স্তম্ভিত মোর ধৈর্য্য স্বৈর্য্য, ষণ্ডিত মোর শান্তি ।

আদিদৈবত নিখিল বিধাতঃ তুমিই বেত্তা বেত্ত,
হে পরমধাম পুরুষ পুরাণ দ্রাতি তব অতিমেধা ।
কোটি কোটি রূপে আপনারে চূপে প্রকট করেছ বিশে,
নন্দিছ তার রক্তে, রক্তে, গন্ধে রসে ও মৃশ্বে ।

কভু পিতামহ কভু হতবহ যম তুমি কোনো ছন্দে,
বায়ু প্রজাপতি অমৃত প্রণতি অর্পণ ও পাদপদ্মে ।
অমিতবীৰ্য্য, বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ তাই তুমি সৰ্ব্ব,
নমি চারি পাশে পিছে পুরোভাগে শীৰ্ষ করিয়া ধৰ্ম্ম ।

শাস্ত্রত সত্য

তোমার সত্য-ভাণ্ডার দেব, খুলে দাও, খুলে দাও,
তবের ভীষণ ভ্রমসার পানে জ্যোতির্নরনে চাও ।
অঁধারে সবাই বৃথা খুঁজে মরে,
বাহা পায় তাই বুকে চেপে ধরে,
সত্য পেয়েছি বলিয়া গর্বে ইঁকিতেছে "নাও নাও,"
সত্য-আলোকে তাদের ভ্রান্তি-স্বাস্ত ঘুচায়ে দাও ।

তোমার সত্য সোমের জ্যোতিতে ব্যোম পথে শোভা পা'ক;
ভ্রান্তির পথে অবোধ পান্থ ধমকি' দাঁড়ারে চা'ক ।
ঐতি, দর্শন, স্মৃতি, বিজ্ঞান;
বেদ, বাইবেল, পিটক, কোরাণ,
এদের বিশ্বজয়-অভিমান স্তম্ভিত হ'য়ে বা'ক,
জগতের বত গর্কিত গুরু নতশির হ'য়ে থাক ।

তোমার সত্য-স্বরূপের দীপ একবার ধরো তুলে,
দেখাও,—অতীত, জঞ্জাল শুধু জ্ঞানসিকুর কূলে ।
জগতের এই কোলাহল মেলা
হ'য়ে বা'ক সব বালকের খেলা,
শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতালোক, সব মিশে বা'ক ভূলে,
তোমার সত্য শাস্ত্রত দীপ, ধরো তুমি ধরো তুলে ।

প্রার্থনা

শত্রু যদি দিতে হয় দাও তবে ভীষ্মসম, ওহে জগদীশ !
যার শরজাল দেয় বক্ষ চিরি' পরাজ্ঞান, শিরে ত্যাগিশি।
চাহিনাক মিত্র আমি, সে যদি শকুনি সম চাটু-মধু মাথি'
সেবন করায় নিত্য অসত্যের হলাহল, মৃত্যু আবে ডাকি'।

করগো তিথারী মোরে, সে যদি বিহুর সম চির-তৃপ্তি-প্রাণ,
মধুর ক্ষুদের লাগি' যার ঘারে ফিরে ফিরে আসে ভগবান।
করো না নৃপতি মোরে, সে যদি ষষাতিসম ভোগ লালসার,
নিজজরা-বিনিময়ে পুত্রের তারুণ্য তরে মরে পিপাসার।

দাও প্রভু পরাজয়, যদি বলিরাজ সম ত্রিভুবনহারী,
বালকবামন পদে বিকাইতে পারি শির, লভি' চির-কারী।
চাহিনা বিজয় তবু সমগ্র ভারত ভূমি জিনিয়া সমরে,
অজন-সন্ততি-হারী কুরুক্ষেত্র-ঋশানের সিংহাসন' পরে।

ধর বর্ষা দাও মোরে, কর মেঘবজ্রময় জীবন আমার,
বর্ষণে বিদ্যারি' বক্ষ আনে যেন কমলার আশিস সম্ভার।
চাহিনা ক্ষান্তন ক্ষন্ত ফুল-দল কিসলয়ে অলস স্নানর,
সে যদি স্বপন ভাঙি' নিয়ে আসে বৈশাখের ব্যথিত মর্শ্বর।

বিশ্বরূপ

দিব্য দৃষ্টি দাও দয়াময়, দেখিব আজিকে বিশ্বরূপ,
 বিশ্ব ব্যাপিয়া—বিরাট বিশাল বপুতে বিকাশ', বিশ্বভূপ।
 কোটিকোটি রবি, গ্রহতারা সব বিলোচনে তব দীপ্ত হোক।
 তোমারি চরণ ঘিরিয়া বরণ-আরতি করুক সপ্তলোক।
 স্থূল বাহ্য আছে হোক স্থূলতম, সূক্ষ্ম বা আছে সূক্ষ্মতর;
 তোমাতে করুক ছুটাছুটি যত দেব-প্রেত-পশু-বক্ষ-নর।
 তোমার চিকুরে জলুক বহ্নি, নিঃশ্বাসে বোক মরুদগণ;
 চরণের তলে ছুটুক সিংহ, বক্ষে লুটুক তড়িৎঘন।
 তোমার বিরাট বদন-বিবরে সকল সাধনা—কর্ষচর,
 হেরি আগে হ'তে তুমিই করেছ, যাউক ধর্ম্মাধর্ম্মভর।
 তুমিই কর্তা, তুমিই হর্তা, আমি ত করণ বজ্র তব,
 সকল অরাতি তোমাতে শায়িত, দাও এ ধারণা মন্ত্র নব।
 গাণ্ডীব হাতে দাও তুলে দাও, ক'রে দাও প্রাণে উগ্রভর,
 জীবন-আহবে হইব এ ভবে তব সারথ্যে অগ্রসর।

নিবেদন।

ক'রোনা জীবন মম দীর্ঘিকার মত
 চিরকল্প,—কাজ নাই মরালে কমলে;
 নদীসম ছুটিবারে দাও অবিরত
 অনন্তের গানে শ্রান্ত, ব্যথিত উপলে।

মর্শর-মঞ্জরীসম অমর অক্ষর,
করিয়া রেখনা মোরে প্রদর্শনী-গেহে,
কর মোরে বনফুল মধুগন্ধময়,
ঝরি নিরিবিলা ফুটি নীহারের স্নেহে ।

অনুসন্ধানের শেষ ।

(জালালুদ্দিন রুমী)

ভাবিছ বুঝি তোমার সাথে হ'ল বা ছাড়াছাড়ি,
খুঁজিছ তাই দেশে বিদেশে তোমাতে মনোহারি !
যেরুসালেমে গেলাম ক্রমে, গেলাম ক্রুশতলে,
খুঁজিছ কত পাগোদাশত, খুঁজিছ জলে থলে ।
মক্কাভূমে, মদিনা ক্রমে ঢুঁড়িছ পাতি-পাতি—
হেরাতগিরি-শিখরে ঘুরি ফিরিছ দিবারাতি,
হিন্দুদেশে সিন্ধুতটে খুঁজিছ কত হার
অনেক মাথা কুটিছ আমি দেউল নয়গার ।
অনেক ঢুঁড়ি ছনিয়া ঘুরি দেখিছ শেষে আমি,
আমারি মাঝে বিরাজ' তুমি, তোমার মাঝে আমি ।

অস্তর ও বাহির ।

কেমনে তোমাতে পাব' ভাবি অনুখন,—
অস্তরে বাহিরে মোর হলনা মিলন ।
অস্তর সে ধীরে ধ্যানে ধরিবারে চায়,
বাহির যে কোণাহলে তোমাতে তাড়ায় ।

বহু ভক্তিরসধারা হৃদয়-পম্পাতে
ছন্দোভাষা-ফেনগুঞ্জ ঢাকিয়াছে তার,
ভাঙিল না প্রতিবিম্ব আলোক সম্পাতে
শব্দের বুদ্ধদুবাহ হলো অন্তরায়।
মরম যে গুঁড় মস্ত চাহিল লুকাতে,
চীৎকারি' ঘোষণা তারে করিল বদন ;
আত্মা যারে বন্দী করি রাখে আপনাতে,
ইঞ্জির-গ্রহরী তার কাটিল বাঁধন।
জ্ঞান যারে নেত্র মুদি' করিল ভজনা,
হারাল ফুকারি উঠি বিজ্ঞার রসনা।

তোমার ডাক

মাঝে মাঝে প্রভু, মনে হয় বুঝি মোর খোঁজো তুমি রাখছে,
নানাকোলাহলে ডুবে যায়, তবু মনে হয় প্রভু ডাক'ছে।
হ'বাহ বাড়িয়ে ডাকে সংসার,
হাতছানি দেয় আশা বার বার,
প্রলোভন ডাকে বংশীবাদনে হৃদি করে' উঠে টল'মল।
ডাকিছে বিত্ত কলকঙ্কারে
ডাকে অনিত্য রণটঙ্কারে—
লালসা বিলাস ডাকে হেসে হেসে, পশে কানে সব কোলাহল।
নানা স্বপ্ননা মোহন বাজনা, প্রাণ শুধু কেড়ে নিতে চায়,
তুমি কোথা ডাকো একতারা-তারে ডুবে যায়, প্রভু, ডুবে যায়।

খোঁজ লও যদি ওগো দয়ানিধি, চোখে চোখে তব রাখহে,
কর্ণ-পটহ দীর্ণ করিয়া নাম ধরে' মোরে ডাক'হে।

সব গোল যেন ঠেলিয়া রাখিয়া

তব হৃদয় দেয় চমকিয়',

তব ডাক রূঢ় নিষ্ঠুর দৃঢ়, কাঁপায় পরাণে থর থর ;

আন' ক্রান্তি নয়ন অরুণ,

পঙ্কষ কণ্ঠ, বেদনা দারুণ,

অশনিমস্ত্রে করহে ঘোষণা তোমারি শাসন থরতর।

হেলা করে গেছি, তব দেব বাণী শুনি নাই আমি মানি নাই,

তোমার রক্ত তাড়নায় যেন সব ফেলে তোমা পানে বাই।

তোমার তত্ত্ব

(সাদীর ভাবাবলম্বনে)

শুধা'লে তোমার তত্ত্ব সবে কম কথা ;

না শুধা'তে বলিবার কত ব্যাকুলতা !

তুমি তাহাদের কিছু দাওনি সন্ধান,

তবু তারা জানি বলে' করে অভিমান !

যার পানে চাহিয়াছ প্রেমের নয়নে,

তোমাতে করেছে প্রিয় যে ইহজীবনে,

তার সনে নিতি তব শত কথা হয়,—

তাহারে শুধালে সে ত নিরুত্তর হয় !

ছল ছল আঁধি-সুগ, যুড়ি ছুটি পানি,
বলে সে গো "জানি কিগো, জানি কতখানি ?
কি বলিতে কি বলিব, হবে কি না হবে,
বলিতে প্রিয়ের কথা কে পেয়েছে কবে ?"
যে জন চরণতলে নি'তি রহে বসি'
বলিতে তোমার বার্তা সে নহে সাহসী ।

উন্মাদনা

(আলানুদ্দিন রুমী)

মাতাও প্রভু, মাতাও তবে প্রেমের মদিরায়,
উচ্ছলিয়া দাওগো সুরা নয়ন-পিয়ালার ।

তোমারি ছবি ফুটুক মম হৃদয়-দয়পণে,
বিনত কর মৌলি মোর, ত্রীকর অরণ্যে ।

নয়ন মোর মুদারে দাও রেঁহার কলিসম,
অলক তব বুলায়ে দাও ললাট' পরে মম ।

কহগো কথা—আনন তব কানন ভরা ফুল—
মুকুলে বধা কোকিল গাহে, গোলাপে বুলবুল ।

আমার-সুখা ঢালিয়া হাসে, আঙুর 'পানা' চুষে,
মোহন তব সিরিনী-রসে মগন কর সুষ্মে ।



বঙ্গবী
১৯৫৭

চিরপ্রকাশ ।

অঁধারে তোমায়ে ঢুঁড়েছি বৃথায় ঘুরে ঘুরে সারারাত্তি,
গিরি নদীকূলে দেউলে দেউলে হাতে লয়ে কীণ বাতি ।

হে চিরপ্রকাশ, আলোর মাঝারে

হারারে তোমায়ে খুঁজি যে অঁধারে,

সকল আলোর পরম আলোক জল্ জল্ তব তাতি ।

সূকারে বেড়ান' নহে তব কাজ, বৃথা কেন খোঁজা তবে ?

নয়নের বলে ভেদি তেজোজালে তুমি জাগ অমৃতবে ।

তোমায়ে হেরিতে হে মহাতপন,

দীপ জালি' নিশা বৃথায় বাপন,

তোমার আলোকে তোমায়ে হারাই, বলসে নয়নপীতি ।

অঁধারে তোমার খুঁজেছি বৃথায় ঘুরে ঘুরে সারা রাত্তি ॥

রুদ্র ও শিব ।

এগৃহ যদি অঁধারই কর আশানসম ভরাল-ই

তাহে, তোমার লাগি' হইবে শব সাধনা ।

শোভনতর বদিবা কর জালায়ে হেম দীপালী

জবে, আরতি হ'বে বাজারে মধু বাজনা ।

মরমে যদি বিদারি' দাঁও দাক্ষণ অসি-আধাতে,
তবে, কুধির-ধারা চরণে বাবে ছুটিয়া,
চরণে যদি পরশ কর, অমল-পদ-শ্রুতা-তে,
তবে, হইয়া সিতকমল র'বে কুটিয়া ।

জীবনে মম যদিবা দহো-দুঃখ ব্যথাকল্লুবে,
তবে, ধূপের মত ধেউলে দহি মরিবে,
স্নিগ্ধতর যদি বা কর', তবে শ্রাসাদপীব্যে
তবে, অঙ্কুর-ধারা হইয়া পদে ঝরিবে ।

সুখে বা ক্রুখে, পুণ্যে পাপে, যেমনি রাখ এ দাসে,
চির, ককণা তব চরণে শ্রোভা মাগি হে,
তোমার পূজা সেবার লাগি' তোমারি বেদী-সকাশে,
যেন, আমারি সবি সন্তত রহে জাগিয়ে ।

মরণ

আমি তপনের মত চাহিগো মরণ,
উজলিয়া সন্ধ্যারাগে হাসিতে হাসিতে,
হোক্না সে স্বপ্ন কেন ধরার জীবন,
হোক্না সে দিন-দিন বাইতে আসিতে ।

চাহিনা মরণ আমি চন্দ্রমার মত,
পক্ষ ধরি' তিলে তিলে ক্ষয়ের বাতনা,
হোক্না জীবন দীর্ঘ হ'তে পারে বত,
চারি পাশে তারানল করক অর্জনা ।

কামনা

পতনই হয় যদি, সে বেন জাহ্নু পাতি'
 তোমারি আরাধনে হয় শেষ,
 অশ্রু ছুটে যদি, ছুটে তা, বেন তব
 মহিমা দয়া হেরি', পরমেশ।
 বিদরে হিয়া যদি, পরের হৃৎ হেরি'
 সে বেন হয়ে যায় শতধান
 মরণ আসে যদি, পালিতে তব ব্রত
 জীবন হয় বেন অবসান।

যাত্রা

অনৃত দেশে যদি যাইবে, তবে দাও
 প্রথম শ্রোতে তরী খুলিয়া,—
 স্বরাস চলি' যাবে অথবা ঘুমাইবে
 পাথার তলে সব ভুলিয়া।
 ভুকান বড়ে ডরি কি হবে চির তরে
 চড়ায় বেঁধে রেখে তরঙ্গী ?
 মরিবে তিলে তিলে, কালের ধরশ্রোতে
 উপেখি' চলে যাবে ধরঙ্গী।

অপ্রবুদ্ধ উপভোগ

পড়েন গোলাইখুড়ো,—গদ গদ ভাষা—
 স্মর করি' ভক্তিভরে ভাগবত—শ্লোক ;
 মুখ হ'রে চেয়ে রয় দীন ভক্ত চাষা,
 আবৃত্তি শুনিয়া জলে ভরে' গেল চোখ ।

কিরিয়া তাহার দিকে কহেন গোলাই,
 “অর্থ না করিতে তুই কি বুঝিলি বল ?”
 চাষা কর—“হে ঠাকুর, কিছু বুঝি নাই,
 জানিনা মানেনা মানা চোখে কেন জল।”

মায়ামুগ্ধ

ভাল করে টেনে বাও মায়া-অস্তরাল,
 ভাল করে ঢেকে দাও দিক্ চক্রবাল
 নিবিড় নীরদ দ্বারে । বাহুর অঙ্গন
 ভাল করে দাও চোখে করিয়া লেপন ।
 নিবিড় করিয়া তোলা' গিরাল ভমাল,
 ভাল করে পাত' মধু সম্মোহন-জাল,
 চাহিনাক যুক্তি তর্ক সত্যের উদ্দেশ
 অনিত্যের মোহাবেশ, এই বেশ-বেশ
 ভুল নিয়ে মায়াঘোরে আছ বেশ আছি
 বত প্রিয়জন আছ এস কাছাকাছি ।

এত আশা ভালবাসা সোণার স্বপন
হারেরে লুটিয়া লবে কড় জাগরণ ?
খুলোনা দিগন্তদ্বার, সত্যতেজোজালে
সারার জোনাকী, দৃষ্টি হব পালে পালে ।

প্রকাশ-পীড়ন

লৌহবর্ষাবৃত পাপ প্রায়শ্চিত্ত কেবল বাড়ায়,
ন্যায়ের শানিত অসি রক্তসহ টেনে আনে তার ।
পাপ সে কি রহে গুপ্ত ? ছিন্নবাস যার আবরণ
কুশাগ্র প্রকাশে তারে, নাই তাহে প্রকাশ-পীড়ন ।

সত্য

সত্য সে ত অবিশ্রান্ত সাধনার কল,
তরুর বৃকের রক্তে সরস মধুর ;
নহে সে রঙীন ফুল অলস উজল,
ক্ষণিক-কামনা-জাত, লভিকা-বধুর ।

এ নহে জনকাহনত অনার্যাসাগত,
ছলজিত, অপহৃত রাজসিংহাসন,
এবে জর, দিগ্বিজয়—বক্ষে লভি' ক্ষত
হারাইয়া ধর্ম-বুদ্ধে সন্ততিস্বজন ।

এ নহেত স্বতঃ ক্রত, গিরিগাদতলে
ঋতুর প্রভাবগত উৎস ধারা নয়।
ভূমি-গর্ভে এ যে বহু খননের বলে
উৎখিত কূপের বারি, অমল অক্ষয়।

এ নহে চাঁদের আলো শীতল তরল,
এ যে দীর্ঘঘন-হৃদে চপলা প্রধর ;
মেহের আশিস নহে ধাত্ত দূর্বাদল,
কাননে কান্তারে তপে অর্জিত এ বর।

স্ফটিক গৃহ

এ জগৎ মুকুরের গৃহ, হেথা শত প্রতিবিম্ব ঘিরে,
তোমার সকল ভগ্নিভাব তোমাকেই নিত্য দেয় কিরে।
প্রসন্ন মধুর মুখগুলি চারিদিকে যদি প্রয়োজন,
প্রসন্ন সহাস মুখে তবে এ সংসারে কর বিচরণ।

অমিল

জাগি আজি বিশ্বপটে প্রকৃতি-সুন্দরী
ছবিছন্দে শোভিতেছে কবিতার সম ;
কি মল্লতা, কি মাধুরী চলে অঙ্গ তরি !
বর্ণে বর্ণে পুষ্পপর্ণে লাস্ত মনোরম।

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-স্বষমা-বিকাশে
 কত ভূষা বেশে যে সে রয়েছে ভূষিয়া ;
 কুজনে, গুঞ্জনে, মস্ত্রে, শ্লেষে অনুগ্রাসে,
 করিতেছে স্বধাবৃষ্টি শ্রবণে পশিয়া ।
 অলি ফুলে, বধুবরে, ক্রমলতিকায় ,
 লহরে লহরে আহা নীহারে নীহারে,
 কি মধুর মিল মরি সিদ্ধু চল্লিকায় !
 নিখিল উঠেছে মাতি' মিলন-ঝঙ্কারে !
 এক পংক্তি ছন্দোষতি-রস-মিলনহীন —
 আমি শুধু এ সৌষ্ঠব করেছি মলিন ।

বাকীপথ

(জালালুদ্দিন রুমী)

তুমি ছিলে ধূলিরাশি, নির্জীব অসাড়,
 আত্মায় ভুবি ক'ও জীবন তোমার ?
 জড়, তুমি হইয়াছ চৈতন্তে অক্ষর,
 অক্ষর ! হইয়াছ পুণ্য জ্যোতির্শব্দ,—
 এতদূর যে তোমারে আনিল আগায়ে,
 জাড্য হ'তে যে তোমারে রাখিল আগায়ে,
 সে—ই বুকে লবে টানি', ভাবনা নিফল,
 বাকী পথ দূর নয়,—সুগম সরল ।

সম্যক্ দৃষ্টি

মোরা হেরি মধ্য শুধু, তাই হেরি বত দ্বন্দ্ব ভেদ,
আদি অস্তে নাহি জানি বথা মিলে সকল বিচ্ছেদ
মোরা হেরি অংশ শুধু, তাই হেরি সব লক্ষ্যাহারা,
সমগ্রেই নাহি জানি বথা চির শৃঙ্খলিত তারা ।
কমলের শতদলে হেরি শুধু বৈচিত্র্য-বিকাশ,
রহে ঢাকা বৃত্ত তার অবলম্ব—মিলন-নিবাস ।

দ্বন্দ্ব-দশক ।

আনন্দ ও সুখ ।

আনন্দের নাহি জ্ঞাতি, বিদ্যা, বিত্ত, সজ্জা, লজ্জা-লেশ,
পাগল—হোলীর রাজা, নহে জ্ঞাত তার গোত্র দেশ ।
ভিক্ষার নাহিক কুষ্ঠা, অপमानে নাহি দৃকপাত,
বশে তার নাহি স্পৃহা, নৃত্য ক'রে ফিরে দিনরাত ।
রাজার ছালাল—সুখ, অভিজাত্যে গর্ব্বক্ষীত মন,
ফুল-শয্যা'পরে বাপে কৰ্ম্মকুষ্ঠ ব্যসনী জীবন ;
শত্রু ভয়ে চিত্ত কাঁপে, ভ্রান মুখে চাহে ভৃত্যপানে,
সমস্ত নিখিলে কৃপা করিবার স্পর্ধা তবু প্রাণে ।

ধনী ও মণি ।

এখানে ধনী হবে মণিরে বেঁধে রেখে—
 এ বুথা আশা মিছে কেন গো কর আর ?
 এখান হ'তে সব চলিয়া একে একে,
 স্বরগে রচিতোছে মণির ভাণ্ডার ।
 কাঙাল হেথা মোরা, ভিখারী অতি দীন,
 স্বরগে ধনী মোরা, রাখি না কারো ঋণ ।

ভক্তি ও স্বর্ণা ।

উর্কে ছুটে উৎস সম ভক্তি, হৃদি উদ্ঘাটি',
 স্বরগপানে টানিতে চাহে হৃদয়ে ;
 স্বর্ণা সে নামে প্রপাতসম মন্দিরীলা উৎপাটি,
 জীবনে নীচে আনিতে চাহে নিরয়ে ।
 ভক্তি সে যে চিৎকমলে করে অনবগুণ্ঠিত
 অমলদলে গন্ধ মধু বিতরি' ;
 স্বর্ণা তাহারে সসঙ্কোচে মুদিয়ে করে কুণ্ঠিত,
 অন্ধকারে অসিত দলে আবরি' ।

বল ও প্রেম ।

বাঁধন যদি বাঁধিতে হবে নিয়োগ কর অঙ্গুলি,
ছুরিকা শুধু বিয়োগ করে ছেদনে ;
সকল দোহ দ্বন্দে, প্রেম থামায় শুধু হাত তুলি
শক্তি শুধু বাড়ারে তুলে পীড়নে ।

জ্ঞান ও প্রেম ।

জ্ঞান, প্রেম, হু'জনেই ত্যাগবীর, তপস্বী, বৈরাগী,
ঐহিকতা একেবারে ঘৃণ্য বলি' তবু নাহি মানে ;
জ্ঞান বিশ্বামিত্র সম যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠার লাগি',
প্রেম কথসম নিজ বুকে টানে পরের সন্তানে ।

সৃষ্টি ও প্রলয় ।

স্নেহময়ী অন্নপূর্ণা—মাতৃ দেবী সৃষ্টি তারে কর,
ক্লদ্রুপী মহাকাল—বিষকর্ষ, জনক প্রলয় ;
এ বিশ্ব তাঁদের পুত্র । কারে কহ জনম মরণ ?—
মাতৃ-কোড় হতে শুধু পিতৃ-কোড়ে গমনাগমন ।

অনুতাপ ও অশ্রু ।

যবে অনুতাপ সব মানি গাপ করিল ভঙ্গচূর্ণ,
অশ্রু-গন্ধা ভাসাইল তায় দূরদূরান্তে তূর্ণ ।
অনুতাপ যবে হল-কর্ষণে কোমল করিল চিন্তে,
অশ্রু ভূষিল খর বর্ষণে শস্ত্র-শ্রামল বিস্তে ।

অনুতাপ যবে বিজয়োরত দাঁড়াল শিবির কক্ষে,
অশ্রু-হীরক-বিজয়-মাল্য ছলিল তাহার বক্ষে ।
নারায়ণ যবে অনুতাপরূপে অবতরিলেন মর্তে,
লক্ষ্মী তখন অশ্রুর রূপে মিলিলেন আশ্বিনে ।

প্রতিহিংসা ও ক্ষমা ।

বাড়ায় হিংসার গতি প্রতিহিংসা, পাপে বাড়ে পাপ,
হিংসারে যে হিংসে সেত নহে হিংসা, সে যে অনুতাপ ।
হিংসকের হিংসা সেত ধ্বংসানলে হবির বর্ষণ,
ক্ষমা যে বরুণ-মন্ত্র, হে সক্ষম, কর উচ্চারণ ।

তপ ও জ্ঞান ।

মিলে হাসি-মুখ শত জনমের কত তপ-উপচরে,
মৃত সেই জন রুঢ় তপ ধোবা করে তার বিনিময়ে ।
সরল হৃদয় অগাধ জ্ঞানের পরম চরম দান,
পাপী সে করে যে তার বিনিময়ে জটিলতা সন্ধান ।

হাসি ও কান্না ।

(Sir W. Jones ও ডুলসী বাস)

তুমি যবে জন্ম নিলে নগ্নদেহে, জননীর কোলে,
সকলে হাসিল শুধু কেঁদেছিলে, তুমি কলরোলো ,
চিরনিদ্রা এলে পরে, তব ব্রত উদ্‌ঘাটন শেষে,
সবে পাশে কাঁদে যেন, চলে যাও তুমি শুধু হেসে ।

প্রকৃত লক্ষণ ।

মুখ হাসে বাহে, নাহি হাসে চোখ, তার নাম নয় হাসি,
বুক না কাঁদিলে হয় না কান্না, চোখে শুধু জলরাশি ।
কণ্ঠ গাহিলে হয়নাক গান নাহি গাহে যদি শ্রাণ,
আত্মা না দিলে শুধু হাতে-করে'-দেওয়া নহে কড় দান ।

আত্মতৃপ্তি ।

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

ধরার নদী সাগরে নায়ে মিটা'তে ত্বা ক্ষিপ্ত,
প্রাণের রস-উৎস বিনা কোথায় কেপো তৃপ্ত ?
গন্ধে ভরা আপন নাভি, বিমোহে মৃগ ভ্রান্ত,
জড়িয়ে মরে অন্ধকারে, বুধাই ছুটে প্রান্ত ।

তৃষা ।

যে চির-তৃষিত, তৃষা বার ব্যাধি মিটেন। তাহার তিয়াস। ;
মিটে, তার দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া কত তৃষিতের পিয়াস।
শ্রাবণের ধারা পান করি ভূমি আরো চায় মুখ ব্যালানে,
তাহারি একটু পিয়ে তরু তোবে মরুরেও সুখ-প্রদানে ।

দেবতার মুক্তি

মানব মন্দির রচে শিলা দ্বিগে উন্নত স্তম্ভর,
দেব-কারাগার, তাহে বন্দী দেব ব্যাধিত কাতর ।
অস্থম মন্দির রচে বিদারি সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি, অক্কে তার লভে নিজা-সুখ ।

পূর্ণ প্রতিফলন

বিশ্ব ভরিয়া আলোকের ধারা, পথ নাহি খুঁজে পাও,
সকল ধারার অধিশ্রমে হৃদয় পাতিয়া দাও ।
তোমার হৃদয়-হীরক খণ্ড তপনের মত অলে'
কত যে ভ্রান্তে দেখাবে পন্থা প্রতিফলনের বলে ।

তপ।

(কালিদাস)

কল্পপাদপ যে কাননে বহু ভোগ্য বস্তু বহে,
ঋষিরা তথায় শুধু বায়ু পানে পরাণ ধরিয়৷ রহে ।
তথাকার তোয় হেমকমলের পিঙ্গল রেণুময়,
শৌচের লাগি তাহে করে স্নান, বিলাসের লাগি নয় ।
মণিময় শিলাগুহা হ'তে করে অঙ্গুরী আনাগোনা,
তাদের নিকটে জয় করে তারা কামের উত্তেজনা ।
তপে যা কাম্য তারা তা হেলায় পায় তৈলি' অমুখন
তথা করে তপ,—কতনা শ্রেষ্ঠ তাদের কাম্যধন !

সুন্দর ও মধুর

মাণি-মৌক্তিকে কিরীটে ছত্রে ভূষিয়া নৃপতি যবে
রমণীয় রথে বাহিরান পথে জনগণ কলরবে,
পথের ভিখারী হেরি' চোখে তাঁরি ফুটে যে অশ্রুবারি,
তাহা তাঁর কোটি মাণিকের চেয়ে ঢের বেশী মনোহারী ।
করে অমুযোগ কল্পন নয়নে, হস্তে অন্ন-খালা,
বিলম্বাগত ভিখারীয়ে যবে দয়াময়ী ধনিবালা,
“কেন হতভাগা, বাস্‌ দ্বারে দ্বারে, রয়েছ ত আশ্রয় ।”
সেই ভৎসনা ক্ষীর ননী ছানা চেয়ে ঢের মধুময় !

নিভুতের প্রয়োজন

গ্রীষ্ম দহনে কোথায় গোপনে হ'ল উপাদান-আহরণ,
 তবেত সহসা বারিদ-বজ্রে বহিষার বারি-বরষণ ।
 ধরার জঠরে নিভৃত কুহরে হ'ল কত সুগ্ৰ আয়োজন,
 তবে ত সহসা বিখোভাসী মহাপুরুষের আগমন ।
 অজ্ঞাত বাসে বন-কাঙ্ক্ষারে হ'ল ধীরে বল-উপচয়,
 কুরুপাঞ্চাল মহা সংগ্রামে পাণ্ডব তবে লভে জয় ।
 কাজ হবে বত বিরাট বিতত, আগে তাহা তত বটাইন,
 তত ধীরে ধীরে নিভুতে নীরবে আয়োজন চলে নিশিদিন ।

জীবনময়

ভেদি' দিগন্ত কুহেলি-ক্লিন্ন কান্ত বিধুর পীযুষ ঢালা,
 বৃণ্য পঙ্কে সরসী-অঙ্কে বিকচ মধুর কমলমালা,
 নীরস-পাষাণ-দারণ বিদারি' নিঝর ধারায় সুধার রস,
 সবলানি বাধা অত্যাতি ভেদি' সাধনা সিদ্ধি সাধুর বশ,
 সংশয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব দলিয়া স্থির প্রত্যয়ে একের ধ্যান,
 লালসা ভোগের অসার নিঙাড়ি' বিরাগ ষোগের অমৃত জ্ঞান,
 পাণ-পঙ্কিল মরম আলোড়ি' অল্পশোচনার বিভূর জয়,—
 গরল সাগরে ইহাই অমৃত, মরণের মাঝে জীবন ময় ।

তুলনার শেষ

সত্য হ'তে বন্দী কিবা, আত্মদান হ'তে মান,
বিত্ত কিবা হ'তে অধীনীর ?
মুক্ত হ'তে ধনী কেবা, ভক্ত হ'তে জ্ঞানবান,
রিক্ত হ'তে বলো কেবা বীর ?

জ্ঞান ও ভক্তি

(জ্ঞানের কথা)

হে মানব, পর-সেবা পর উপাসনা,
সাজে কি তোমার এত আত্মাবমাননা ?
স্বর তুমি কার পুত্র । যুঝ' প্রাণপণে
আত্ম প্রতিষ্ঠার লাগি—এ মর্ত্য জীবনে !

(ভক্তির উত্তর)

যদিও আমার পিতা বিশ্বের ভূপাল,
তবুও সেবক, ভিক্ষু, সারথি, রাখাল ।
পিতা যদি সেবি' পরে ফিরে দ্বারে দ্বারে,
কেমনে সম্মান দূরে র'বে ছাড়ি' তারে ?

ভোগই বৃত্ত্য ।

মক্ষী পশে, যত দ্রাক্ষারসের কলসে
ততই রক্ষার আশা যায় দূরতর ।
শলত যতই আসে প্রদীপ-পরশে
সুলভ ততই তার দাহন প্রথর ।

যতই প্রবেশে কীট কুম্ভের রজে
ততই বনায় তার মরণ তিমির ।
লালসা ভোগের কূপে ভোগী যত মজে
সংহারের আক্ৰান্ত ততই নিবিড় ।

সান্ত্বনা ।

কে তুমি এসেছ দিতে আমার সান্ত্বনা
উদাস নমনে বহি' তপ্ত অশ্রু-কণা ?
বাক্যে বা লুকাতে চাহ—কল্প মর্ম্মদাহ
উচ্ছ্বসিয়া রাস্তায় খুঁজে পরীবাহ ।
লুকাতে পারনি সখা কণ্ঠের জড়তা
গুমরি' গুমরি' চাপি' দীর্ঘশ্বাস ব্যথা ।

তোমাতে চিনেছি বন্ধু তুমি পর নও,
তবে কেন সাস্তনার তব্বকথা কও ?
গলাগলি কাঁদি এস, কেন মুখ ঝাঁপি'
দূরে দূরে মর্শ্বব্যথা রাখিয়াছ চাপি' ।
অশ্রুধারী সিন্ধু চাহে, ছুটে তার অর্থ,
সাস্তনা-উপলে কেন রোধ' তার বুক ?

ঈর্ষা ও যশ

এ পারে মরুভূ ধূধু,—দহে পদ ঈর্ষ্যাসিকতার,
লুক করে' ফুক করে যশ হেথা মরীচিকা প্রায় ।
মরণের পর পারে ধরেছে সে সিন্ধু শ্রান কায়া,
কুজন গুঞ্জন স্তবে পুষ্প-অর্থো ঈদ্ব বনচ্ছারা ।

বৈরাগ্য

(সাদীর ভাবাবলম্বনে)

পাকিবারে দাও ফলে ছিঁড়না ভরায়
আপনি সে বৃক্ষচাত পড়িবে ধরায় ;
ফলের পকতা সাথে বোজ পুষ্ট হবে,
অগ্নিবে বিশাল তরু রসাল বৈভবে ।
শেষ বিন্দু ভোগ-তৃষ্ণা মিটুক ভুতলে
সুপুষ্ট বৈরাগ্য-বোজে চতুর্কর্গ ফলে ।

সমাধি-উদ্ভান

সমাধি উদ্ভান সম এ দেহ সুন্দর,
মিনারে শুভ্বে থামে, লতার পাতায়,
চাক্র চিত্রে কাক শিল্পে। ছন্দিত অক্ষর
উৎকর্ষ ললাটে কিবা গুণের গাথায় !

হুয়েরি অহরে মৃত্যু-কঙ্কালের রাশি
পাংশুমান করিয়াছে সব শোভা-মুখ ;
নীরক্ত পরাণহীন মুখে শুধু হাসি,
দীর্ঘশ্বাস রুদ্ধ থাকে দ্বীত করি' বুক ।

কল্লতরু

হের অই কল্লতরু সর্ব্বরত্নধনি,
শ্রামল পল্লব তার ইন্দ্রনীল মণি,
চীনাংগুক রাঙ্গবের বকুল জড়িত,
রক্তের কাণ্ড যার, সুশোভন সিত ।
স্বর্ণপুষ্প ফুটে বাহে ধরে মুক্তাফল,
প্রবালের বিসলয় করে বলমল,
মরকত শাখাজাত হীরক-মঞ্জরী,
মর্শ্বর পাষণ' পরে পড়ে বরি' বরি' ।
কেবল শিখায় গাথা তার পাদতলে,
জীবন রয়েছে লোহ শিকড়ের বলে ।

অর্ঘ্য

“ইন্দ্রপ্রস্থে রাজহর-সত্র সভাতলে,
কে লভিবে অর্ঘ্য আজি রাজত্বের দলে ?”
উঠিল বখন প্রস্থ—মহাকোলাহল,
একবাক্যে উচ্চারিল অতিথি সকল,—
“কেশব ! কেশব হতে বরিষ্ঠ ধীমান
কেবা আছে শৌর্য্যে গুণে জ্ঞানে গরীয়ান ?”
তখন নোয়ায়ে শির, ঢালি’ পাশ্চ জল,
কেশব খুইছে গুরু-দ্বিজ-পদতল ।

অবিবেচক

(সেকপীর)

একটি পলের তুচ্ছ আনন্দের লাগি’
কে কামিবে যুগ যুগ ধরি ?
অনন্ত শাস্ত সত্য কে হারাবে হার,
একটি খেলানা সার করি ?
একটি মধুর জ্বাক্স-রস-গান তরে
কে নাশিবে গোটা জ্বাক্সাবন ?
কোন মূর্থ পরশিতে রাজার কিরীট
রাজহস্তে হারাবে জীবন ?

গোপ্পাদের জয় ।

দূর দিগন্তে উদিত হৈলু মধু পূর্ণিমা সাঁঝে,
 তুমুল ঘন্ব বাধিল সিন্ধু তড়াগ নদীর মাঝে ।
 লক্ষ্মে ঝঞ্জে প্রসারিয়া বাহু সিন্ধু গরজি' কর,
 “বিশাল বক্ষে পূর্ণ চন্দ্রে ধরি, নিব নিশ্চয় ।”
 নিশ্চল নদী গরবে নাচিয়া কর কল কল তানে,
 “ছন্দরী আমি—পূর্ণ চন্দ্রে আমি ধরি’ নিব প্রাণে ।”
 কুমুদ ফুটায় মরাল ছুটায় তড়াগ হাসিয়া কর,
 “কেন এ ঘন্ব ? পূর্ণ চন্দ্র মোর বই কারো নয় ।”
 উদিল হৈলু ! লজ্জিত সবে,—ভাঙ্গা চাঁদ বুকে ভায়,
 গোপ্পদ-হৃদে পূর্ণ বিশ্ব বিশ্বয়ে হেরে হায় !

কৃতজ্ঞতা ও নম্রতা

(বৈষ্ণবচরিত)

ফলফুলভরা শাখা হুয়ে হুয়ে পড়ে ভূমিতলে,
 “কেন সখা নত'শর এ গোরবে ?” শুক শাখা বলে ।
 শাখা কহে এ গোরব, এ সৌরভ, ষাঁদের কুণায়,
 তরু ও ধরিজী ধাত্রী,—নমোনমঃ তাঁহাদের পায় ।

মধ্যপথে

শিশু যদি মাতৃ-অঙ্ক ছুঁইতে না পারে
জননী নোয়ায়ে তনু চুম্বে লয় গারে ।
শিশু যদি নাহি পারে ছুঁইতে চরণ,
গগন দিগন্তে নমি' দেয় আলিঙ্গন ।
নদী যদি ক্লান্ত শ্রান্ত ছুটি' শিশুপানে,
জোয়ারে উছলি' শিশু বুকে তারে টানে ।
ভক্ত যদি দীন ক্বীণ, ছল-ছল অঁখি,
দয়াল বাড়ায়ে বাহু লয় বুকে ডাকি' ।

সুখ ও দুঃখ

সুখ এসে স্নেহময় কর পরশনে
ললাটে লেপিয়া যায় যে কজ্জল ভার,
দুঃখ এসে সে কজ্জলে কঠোর মার্জনে
বুছিয়া প্রকট করে উজ্জলতা তার ।

ধনীর করুণা

অশনি কণিক আলো দিয়া গরজনে কাঁপায় অন্তর ।
খণ্ডপ অনেক শোভাদানে ভস্ম হয়ে পড়ে অঁখি' পর ।

হৃদয়ের ব্যবহার

যেখানে প্রেম নাই, কত যে বিবেচনা
 হৃদয়ে বাঁধে শত অছিলায়,
 যেখানে প্রেম রাজে সরল অবিচারে
 তরল হয়ে তথা গলে' যায় ।
 যেখানে প্রেম ক্রীণ অর্থ খুঁজে বুঝে
 ওজন করে' প্রাণ কথা কয়,
 যেখানে প্রেম ঘন কত কি করে' যায়
 নাহিক বাঁধাবাধি বিধা ভয় ।

শোভন

তরুণারূপ কর নীহার নীহারে পড়ি'
 উবারে করে মণি-মালিনী,
 বৃষ্টিধারা শেষে ইন্দু মূহু হেসে
 নিশারে করে শোভাশালিনী ।
 তপোজ শ্বেদকণা হোমের আলো মাধি'
 ঋষির ভালে রচে সুসমা,
 বরুণালোক যদি উজলে অধিজলে
 তাহার নাহি মিলে উগমা ।

(৪)

আমার এ গৃহে যা কিছু চেতন হয়েছে মৃতের পারা
 কুৎসারি ছুখে উঠিছে কাঁদিয়া অচেতন ছল যারা ।
 মৃষা সে হয়েছে মৃষনীর প্রায়, রুগ্ন দৈন্যহত ;
 মার্জারী, মৃষা—শুনী, মার্জারী, গৃহিনী শুনীর মত,
 জীবের এ দশা ! লুতাতস্তুর বগনে আবৃত্তা দীনা
 কিল্লার তানে কাঁদিয়া উঠিছে চুল্লী চেতনাহীন ।

শান্তিস্থাপন

বিশ্বে যদি শান্তি চাহ রহ তবে আপনি নীরব
 রূপণের মত রাধ গোপনে সে শান্তির বিভব ।
 নীরব করা'তে বিশ্বে ছুটে যেনা শান্তি শান্তি' হাঁকি'
 অশান্তি বাড়ায় তুলে ভাঙে শান্তি যা-ও আছে বাকী ।

দেহ ও আত্মা

দেহের তৃষ্ণায় যথা জন্মে পাপ আত্মা নাহি বোগ দেয় তার ;
 অমুতাপ-গঙ্গান্নানে দূর করে স্পর্শজাত সব কালিমায় ।
 এ মিলন ক'দিনের ? কোনরূপে সহে আত্মা কমা স্থণা করি'
 দেহাতীত চিরপ্রিয় অনন্তের উত্তরীদ-প্রাস্তথানি ধরি' ।

নিরবচ্ছিন্নতা

কর্ণহীন নিশিদিন করিলে যাগন,
 অবসাদে সারা অঙ্গ পড়ে অঙ্গদিয়া ।
 নিশি দিন জলে যদি আকাশে তপন
 আলোকে নয়নযুগ যায় ঝলসিয়া ।
 মধুপান করি শুধু জীবন বাপনে
 সস্তরি মধুর হৃদে, বড়ই যাতনা ।
 অবিমিশ্র ভোগ সুখ তরঙ্গ তাড়নে
 ক্রান্তিতে ইঞ্জিয়কুল হারায় চেতনা ।

স্ফটিকের পাদপীঠ

(সাদীর ভাবাবলম্বনে)

স্ফটিকের পাদ-পীঠ বিভূষিতলে
 আনন্দ-আলোকে কিবা মহিমায় জলে ।
 ভক্তগণ তার মাঝে করিতেছে বাস
 স্বচ্ছতায় তাহাদের করিছে প্রকাশ ।
 ওরে লুক্ক মন তুই তাহাদের মাঝে
 যদি বা রহিলে চাস্ সজ্জন সমাজে,
 অশ্রু-হারা-খণ্ড দিয়া বিদারিয়া তার
 প্রবেশ করিয়া রহ বিভূ পদচ্ছায় ।

শ্রেষ্ঠতার পূর্ণতা

লয়ে অমাত্য পাত্র মিত্র আরোহি' রম্য রথে
পূর জনপদ পরিদর্শনে চলে রাজা রাজপথে ।
প্রণমে হৃ'ধারে বুকু হৃ'করে ভক্তিতে প্রজা বত
দের প্রতিদান নৃপ আরো বেশী শীর্ষ করিয়া নত ।
সখা কর "নৃপ তোমার অতটা শিরোনতি নাহি সাজে
কুলশীলধনে সবা হ'তে তুমি শ্রেষ্ঠ এ দেশমাঝে ।"
রাজা কর "সখা, যদি সব গুণে বড় বলে' মোরে ধর'
বিনয়েও কেন বড় হ'য়ে তবে হবো না আরও বড় ?"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়

রথ-বর্ষরে হ্রেষা-বৃংহনে অসিপ্রাশ-বান্ বনে
চলে মহারাজ যুগয়ায় আজ কল্পিত করি' বনে ।
ভাসে তরুশির ছিড়ে লতাজাল পদাতি অশ্বকরী
বনের হরিণ আশ্রয় লয় আশ্রম-বেদী' পরি ।
সহসা উঠিল একটি শীর্ণ তর্জনী পুরোভাগে
ভগোজপ-ক্লীণ যজ্ঞ-মলিন মূর্ত্তি জাগিল আগে ।
বলিত বত গজ-তুরঙ্গ, স্তম্ভিত অসি-শর
কল্পিত ভীত অমুচরগণ, নতশির নৃপবর ।

আশাকর্ষণ

শরতের সিত শোভা দরশনে সহি বারিধারা বরষায়,
 হিমালীর পাণি সহি পরশনে মধু ঘামিনীর ভরসায় ।
 সকল যাতনা সহি বুকে বহি ছুখ হবে বলি' অবসান
 ভাসিতে ভাসিতে পেতে পারি কূল সেই ভেবে বাহি তরীধান ।

জনমে মরণে জীবনে জীবনে এত ব্যথা তাপ জ্বালা হার
 ফিরে ঘুরে আসি' মাথা পেতে লই মুক্তির সুখ-পিপাসার ।
 তব সংসার-সৌর-চক্র অ-শাকর্ষণে,—ভগবান !
 না বেঁধে ঘুরালে মহানীলিমায় কোথা হ'ত তার তিরোধান ।

একটি চিত্র

কোঠা ইমারত কোথা গেল অত আজি জমিদার-ভাই ?
 ভিখ মাগিতেছ পথে পথে, নাই মাথা গুঁজিবার ঠাই ।
 বাকী খাজনার জাল-মামলার আমার খাটালে জেল ।
 ভিটে-মাটি-ছাড়া করেছিলে, ভাই, এ বুকে হানিলে শেল ।
 হের' চিতে-বেড়া-বাঁশবন দেয়া অইটি আমার কুঁড়ে.
 সহিয়াছি চের কপালের ফের, ফের উঠিয়াছি কুঁড়ে ।
 অই যে আমার গোয়াল খামার, বতদূর সম্ভব
 শিরা-গুঠা হাতে লাঙল ঠেলিয়া আবার করেছি সব ।

পিসীমা তোমায় মানুষ করিল মন্তব্যের ছেলে,—
সরমে ও মুখ ঢাকিতেছ কেন হায় চোখে জল ফেলে ?
কুস্মিত রোগে গলিত ও দেহ ? কেউ দেয়নাক ঠাই ?
আমার এ ঘর তোমারো হইল আজ হতে, এস ভাই ।

তীর্থ

রাখাল তাহার গাভীরে হারিয়ে বৈশাখী জলঝড়ে,
ছই দিন পরে ফিরে পেয়ে তারে বক্ষে চাপিয়া ধরে,
লেহন-পরশ-শিহরিত তম্বু, দর-দর ধারা বয়—
বাৎসল্যের গোমুখীতীর্থ নিভুতে অভ্যুদয় ।

জ্যৈষ্ঠের দিনে গোষ্ঠের রোজে ক্লান্ত, তপ্তকারে,
রাখাল যখন শ্রান্তি দূরিয়া স্নানীতল বটছায়ে,
তরুর কাণ্ড বৃকে ধরি কহে, “বৃক্ক, ঠাকুর তুমি”—
সেথা আগে প্রেম-কৃতজ্ঞতার বোধিক্রমতলভূমি ।

আত্মগুণ-গান ।

স্বখ্যাতি গেওনা, অস্ত্রে গাহিবারে নাও অবসর ।
আপনি কতই গাবে ? তাহে কি গো পূরিবে অন্তর ?
আপনি ভুলিবে যদি আপনার সর্ব আয়োজন,
বেন তবে আনিয়াছ বহুজনে করি আমন্ত্রণ ?

বখ্যাতি কীৰ্ত্তন শুনি ভক্তদেবো জ্ঞাপবে সংশয়,
আত্মপূজা হে'রি' সবে কিরে যাবে নিয়ে অৰ্ঘ্যচয় ।
আত্মপূজা লয়ে শুধু পরিতুষ্ট হতে হবে হায়,
যার গুণ গাহিবার কেহ নাই সেই নিজে গায় ।

দুর্লভ

আয়াসে শুক্তি মিলে সাগরের গভীর অতলজলে,
তাহার কঠোর ভঠরে ডুবুরী আহরে মুক্তাকলে ।
অহিবেষ্টিত চন্দনতরু রহে মদীধর 'পরে,
পাষাণে অঙ্গ ঘর্ষিলে তার তবে সৌরভ করে ।
ব্রততীপিহিত আঁধার গহনে কুসুম ফুটিয়া উঠে,
তাহারে চয়ন করিয়া আনিতে শত কণ্টক ফুটে ।
মধুমক্ষীর রক্ষিত ধন বনবৃক্ষের শাখে,
চক্রে পীড়িয়া লভিলে তাহার। দংশিবে কাঁকে কাঁকে ।

নীড় ও কোটর

যন পজ-পূজ হে'রি' রচছে যে বরিষায় নীড়
কাঁপায় তাহারে শুদ্ধ শূন্য শাখে শীতের সমীর ।
তরুর কোটরে বেব। সসাহসে পেতেছে সংসার
ঐক্যতির রাজ্যমাঝে ঋতুভেদে ভয় নাই তার ।

জিজ্ঞাসা

হে কল্যাণি, তুমি যদি পালক ত্যজিয়া
পরশ না কর তুমি শ্রীচরণ দিয়া,
কুটাইয়া স্থলপদ্ম এ প্রাঙ্গণ তরি'
জীবন রোমাঞ্চে গৃহে কে তুলে মঞ্জরি' ?

হার শিশু, তুই যদি বসন ভূষণে
চাকিস্ সোনার অঙ্গ কঠিন শাসনে,
চন্দন-বিলেপ সম স্নিগ্ধ, কোথা পাই
অঙ্গরাজ, দণ্ড প্রাণ কেমনে জুড়াই ?

হে তরুণ, তুমি যদি শিরোভূষা পরি'
রাখ কেশ শিরোদেশ সতত আবরি'
কেমনে লভিবে তবে ধাত্রী দুর্কামল,
মাতার আশিস্ পুণ্য, তিলক মঙ্গল ?

ওগো তাত, বৃদ্ধ গুরু, ওগো জ্যেষ্ঠগণ,
পাত্রকার রাখ যদি চাকিয়া চরণ,
কোথা লভি পদধূলি তরিয়া হু'হাত ?
ললাট লুটায় কোথা করি প্রণিপাত ?

বীর-হৃদয়

নদী তট'পরি সলিলাসন্ন ছিল একখানা শিলা,
ভাঙিতে তাহারে করে তরঙ্গ অনেক রুদ্ধশীলা ।
এ শিলা ধরিয়া বাঁচিগ তুফানে অনেক মজ্জমান,
বহু বিপন্ন তরলী ভিড়িল, তৃষিতে করিগ পান ।
উত্তাল ঢেউ আসে কলকলি' আঘাতিয়া ফিরে যায়,
কাতারে কাতার জোয়ার পাথার ফিরে ঘুরে নিকুপায়
দৃঢ় হ'তে দৃঢ় করেছে অটল তরুমূল বিজড়ন,
নির্ম্মলতর করেছে বস্তা ক্রমে আরো সুগঠন ।

আসল ও নকল

বনের পাথীরে খাঁচায় পুরিয়া শুনিয়া তাহার গান
জুড়ায় কাহার কাণ ?
ধাতুর পাত্রে হেম চম্পায় অর্চিলে দেবতায়
তুষ্ট কি প্রভু তার ?
অন্ধ সে উপনৈত্র পরিলে অাধিশোভা বাড়ে তার,
দৃষ্টি কি ফিরে আর ?
দোনার সীতায় মাথালে যতনে মণির অঙ্গরাগ
পুরে কি কখনো যাগ ?

প্রতিফলন

ক্ষটিক ফলকেতে আলোক সম্পাতে প্রতি-ভা ছুটে শত নয়নে,
সজল চোখে যদি উজ্জলে প্রেমনিধি ফলে সে কত প্রতিফলনে ।
কঙ্কালোক-ধারা, মাণিক-অাধিতারা হীরক-হৃদে যদি ঠিকরে,
সবার হৃদগুলি উজ্জল করে' তুলে শতধা জ্যোতীরেখা নিকরে

অত্যাশ্রয়

ফুলমাল পেয়ে কোণায় রাখিবে যেবা নাহি ঠাই পায়,
কভু চুমে ধীরে, কভু রাখে শিরে কভু গলে পরে তায়—
চক্ষু তাহার লক্ষ্য হারাবে, ক্রমে সে আত্মহার্য
বন্ধে দলিয়া কুসুম মালার আদর করিবে সারা ।

ভ্রংশনিষ্ঠা

সব ভূঙ্গতা ধূলি লুপ্তিত দীনতায় হয় শেষ,
বর্ণবিহীন আলোক সকল বর্ণের সমাবেশ,
করে অচপল শাস্তি সৃষ্টি সকল চঞ্চলতা,
সব কোলাহল রচে একত্রে সমাধির স্তব্ধতা ।

হাড়ের গুণ

সুবলরাজের হাড়-ক'খানায় 'পাশটি' হলো সর্বনাশী,
তার নহিমা বলব বলো কত ?
সেই পাশাতে খেলার ফলে ধর্ম হলেন বনবাসী,—
কোরবেরা গোরবে উদ্ধত ।
দদীচি তাঁর অস্থি মিলেন, কঙ্কালে তাঁর সংগঠিত
হলো আয়ুধ বজ্র ভয়ঙ্কর ।
সেই কুলিশে মূর্ত্ত কলুষ বৃত্তমানব ভস্মীভূত
স্বর্ণ ফিরে গেলেন পুরন্দর ।

অপ্রিয়ের বরণ

শোক, বাথাময় বটে, তাই বলে' কে চাহে সান্ত্বনা ?
অপ্রিয় হলেও সত্য সাধ করে' কে চাহে ছলনা ?
সতী পত্নী অজ্ঞা দীনা বলি কেবা ঘৃণা করি হায়
চতুরা হৃদয়হীনা বিলাসিনী বিহবীরে চায় ?
দুঃখ-কষ্ট ক্লম্ব অতি, সুখ স্ত্রী ললিত বলিয়া
দাসত্বে বরিবে কেবা সাধ করে' রাজস্ব কেলিয়া ?
আত্মজ কুরূপ বলি' তাই তারে দূর করি', ঘরে
রূপবান্ পোস্তপুত্রে কে পাগিবে স্নেহ সমাদরে ?

দৈন্ত্র করে জীর্ণ শীর্ণ, প্রতুলতা ফিরায় যৌবন
 তায় ধর্ম ত্যজি তবু কে করিবে শঠতাচরণ ?
 ভৃত্য পুরাতন বলি' ঘৃণাভরে তারে করি' দূর
 সেবাকার্য্যে কে চাহিবে শঠ কুর যুবক চতুর ?

চারিটি উপমা

হাসিহীন মুখ যেন চন্দ্রহীন সঘন গগন,
 গান-হীন কণ্ঠ যেন মোন স্নান কারার জীবন ।
 অশ্রু-হীন আঁখি যেন বৃষ্টি-হীন ধূসর নিদাঘ,
 দীর্ঘ-শ্বাস-শূন্য হৃদি চিররুদ্ধ পঙ্কিল তড়াগ ।

সত্য ও ঋজু

সত্য দুর্বাদল সম পদতলে লুটে,
 শত পদ-স্পীড়নেও লুপ্ত কভু নয়,
 বিহগের মত মিথ্যা বাণ-বিদ্ধ ছুটে,
 পলায়ে কুলায়ে কিরে তবু মরে' রয় ।

ঋজু বা' তা' লুকালেও তমিস্রা মাঝারে
 উষার অরুণ সম আলোক বিলাস ;
 অসরল মিটি মিটি চাহিয়া আঁধারে
 প্রভাতে তারকা সম কোথায় মিলায় ।

আপন ও পর

কোকিল উল্লাসে গাহিয়া মধুমাসে
পুলকি তুলে কত মুকুল-প্রাণ
আপন সন্তানে পালিতে নাহি জানে
বায়সে পোষিবারে করে সে দান ।

নিখিল চিত নিতি ভূষিছে কবি-গীতি
ইতর জনে-ও সে বিতরে স্মৃধা ।
অন্ন জুটোনাক দৈন্য টুটোনাক
ভিক্ষা বিনা তার মিটে না ক্ষুধা ।

যে জন দীপ ধরে' অপরে সাধে করে'
আঁধার কাস্তারে লয়ে যায়,
দেখায় কত জনে সুগণ ঘনবনে
অন্ধকারে নিজে রহে হায় !

ভুখারী অপহৃত ভিখারী দীন শত,
তৃপ্ত, লভি' ধনি-করুণা-কণা,
ধনীর হৃদয়ের গুপ্ত বিবরের
ক্ষিপ্ত ভূষা স্বসে বিখারি' কণা ।

গোধূলি সন্ধ্যায়

পল্লীবালা ধীরকরে প্রসন্ন ধারায়
ঢালিতেছে পুণ্যবারি ছয়ার গোড়ায় ;
খরিয়েছে সন্ধ্যাদীপ তার অন্তঃপাণি
সঙ্গমে ভরিল চিত্ত হেরি চিত্রখানি ।
ধূপগন্ধে শব্দতানে মঙ্গল আলোকে
গৃহটি মন্দির সম ভাতিল এ চোখে ।
মনে হলো আমাদেরি চরণ পরশে
কলুবৃত্ত হইয়াছে ছয়ার দিবসে,
আনাগোনা করিবেন গৃহ দেবতার।
তাই ঢালিতেছে বালা পুণ্য জলধারা ।
গৃহে প্রবেশিতে গিয়া দ্বার দেশ হতে
অশুচি চরণ লয়ে কিরিয়াম পথে ।

বীরহৃদয়ের জয়

রবি যবে ডুবু ডুবু, শেব রশ্মি তার
তখনো গিরির চূড়া শোভায় সুন্দর ।
পথঘাট গৃহ যবে ডুবায় পাথার,
উচ্চ তরু-শির জাগে জলের উপর ।

* বঙ্গবীর ১ম সংস্করণের ১—৪২ পৃঃ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির
টেক্সট । এই সংস্করণে ১২ পৃষ্ঠার পর ভ্রমক্রমে ১১ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে । অতএব
ইহার ৫৩ পৃষ্ঠাকে ৪২ পৃঃ বুঝিতে হইবে । “আগমনী” ১ম সংস্করণে গোড়ায় ছিল
৫২ পৃষ্ঠাতে, আর্থনা (হাকেল) ৪৮ পৃষ্ঠায় ছিল, ৫৩ পৃষ্ঠাযে ছাপা হইল—ইহাই
পাঠ্যার্থের শেষ কবিতা ।

সতত উন্নত-প্রাণ, তেজস্বী উদার,
 হৃদয় বিরাট যার শীর্ষ উচ্চ দেশে,
 আসেনা সহজে কভু বিপদ তাহার,
 সঙ্গদ যদি ব: যায়, যায় সব শেষে ।

দীর্ঘ জীবন

ভুখু অপচয় করিবার তরে রাশি রাশি হাসি চাহিনা ;
 সহায় যদি হয়, তবে ভাল যা'দাও অল্প মাহিনা ।
 হেলার হারালে খেলার কাটালে দীর্ঘ জীবনে কি হবে ?
 অল্প আয়ুতে চলিবে আমার কাজে যদি কাটে নীরবে ।

অস্তরের আলোক

(মিল্টন)

নির্মল অস্তরে যার জাগে চির অগ্নান আলোক,
 ঘোর অন্ধকূপে সে যে পায় চির উষার পুলক ।
 কলুষ-কুচিন্তাময় আত্মা যেবা পোষে দেহাগারে,
 মধ্যাহ্ন-তপন তলে ঘুরে মরে সে জন আঁধারে ।

পতন

পতন হবে যদি উৎসাহে ঘেন, পুলকে ছারাপাখ শোভিয়া
 বলকি' ছুটেগিয়া ছালোক আলোকিয়া জলধিজলে যাই ডুবিয়া ।
 খৰ্গ হ'য়ে ঘেন সহসা চমকিয়া, প্রভায় নভোহদি বিদারি',
 ভস্মরাশি রূপে গড়িনা চুপে কুপে আঁধার আঁধারি' ।

প্রকৃত দাতা

(দ্বিতীয়)

দাতার প্রধান জাকর সদাই দান করে দীনজনে,
 তাহার সমান দাতা নেই আর এ ধারণা তার মনে ।
 একদা সহসা—বুস্তানে তার, সাফা—ভ্রমণ কালে,
 হেরে তার দাস ক্ষুধায় কাতর বসে' আছে আলবালে ।
 দিবস শেষের তিনখানি রুটি প্রাণ্য আহার তার
 দিল একে একে কুকুরের মুখে,—বিচিত্র ব্যবহার !
 কহিল জাকর, “ওরে রে নফর—সারা দিন উপবাসী,
 দিবস শেষের খানা তোর তাও কুকুরেই দিলি হাসি ?”
 চমকি' বাল্লা জোড় হাতে কয়,—“মরম হয়েছি ভবে,
 আজিকে নসাবে না হয় রসদ, কালি পুনরায় হবে ।
 খোদার এ-জীবে আহার কে দিবে, ক্ষুধায় বাঁচাবে কেবা ?
 মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে তামাম জীবের সেবা ।”
 কহিল জাকর আঁখি ছিল ছল ছল—“আবিসিনিয়ার দাস,
 আজিকে দেখাক করিলি চূর্ণ, ছিঁড়ে দিলি মোহ-পাশ ।
 পীরের কল্মা কানে দিলি তুই, দে'রে কোল, বুকে আয় ;
 তুই দানাদার সেয়া সাখিতর এই দীন-হনিয়ায় ।
 দৌলতখানা খুলে দেছে যেবা দাতা নাহি কই তারে,
 সেই ত্যাগ-বীর বুকের রুধির হেলায় যে: দিতে পারে ।
 ওরে জৌতদাস, দিলাম খালাস গোলামীর অবদান,
 এই বাগিচার মালিক হইয়া দিল খুলে কর দান ।”

আগমনী ।

('আবার অন্তঃস্রব' হরে)

এই বসুধার প্রাণের স্রুধার স্রুধার কলস বহি
 হুঃখ দহন দৈন্তহরা আরমা দরাসরি ॥

মা তোর বোধন বরণ লাগি' নিখিল আলি উঠল আগি
 স্তামল ধানে আলোর বানে, পাখীর গানে ভরা,
 ও সে,—মুছলো আঁখির বারি, ও তার মুছলো অলস জরা ।

মদী তড়াগ পূর্ণ নীরে, উছলে পড়ে চূর্ণ তীরে
 অমল জলে, কমল দলে, কলমরালকূলে,
 ভায়া,—লুটে পড়ে সোহাগ ভরে মা তোর চরণমূলে ॥

মা তোর আগমনীর গানে দোয়ল স্তামা মাতার প্রাণে
 ছাতিম ফুলের পরাগ মেখে গুঞ্জে বেড়ায় অলি,
 ওগো,—শিউরে বরে শিউলি কুমুম, 'কেলবে চরণ বলি' ॥

আঁক্বে জবা ধলকমলে আলতা মা তোর চরণ তলে,
 পল্লীমা ঐ কাশের ছুধের চেউরে চেউরে ধুয়ে,
 ও সে,—উথলে উঠে ফল ফসলে উঠান মাচান-কূরে ॥

মা তুই প্রেমে এমনি বাতাস, হতাশ সে পার আশার বাতাস,
 আতুর ক'তাই ছুটবে সবাই মা তোর আঁচল-ছায়ে,
 ভায়া,—প্রেমে বাতুল লুটেবে মা তোর বাতুল রাণা পায়ে ॥

হাফেজের প্রার্থনা

রূপসরী প্রেমিকার হাসিরাশি অনিবার একখানি বীণ,
একখানি গৃহকোণ, উদার দরাজ মন, চাই চির দিন,
সদাবে পিরান! যদি ভরা আঁহা নিরবধি রয় বারো মাস,
দিলেও তালুকদারী বাব না এ ঘর ছাড়ি হাতেমেরো পাশ ।

নারী

তোমারে চিনেছি নারী, সন্ধ্যার দিনে
সর্ব্বংগতা, মূর্ত্তিমতী ক্ষান্তি, ক্ষেমসরী ।
নৈরাশ্রে অগৎ শূন্য তব সঙ্গ বিনে,
গৃহের মঙ্গল চণ্ডী, সেবাত্রতা অরি ।
বেদনাসত্ত্ব রাত্রে মুদে' পড়ে আঁখি
লবলী-কন্দের মত আঙ্গুল পরশে,
বর্ষোপলম্বীত পাণি তপ্ত বুকে রাখি,
অসহ বেদনা-রাশি হারাই হরবে ।
ললাটে বুলায়ে কর রোগীর শিররে
অনাহারে অনিদ্ৰায় কে পোহাবে নিশি ?
কে দিবে সাধনা আশা কতশঅন্তরে !
পথপ্রান্ত শ্রান্ত অনে কে দেখাবে নিশি ?
ওগো দেবি, বিনা তব হৃকুল-অঞ্চল
কে সুহাবে ব্যথিতের তপ্ত আঁখি-জল ?

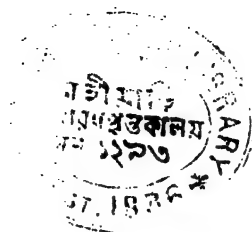
বরষা

জাপ পাই প্রাপ পাই ছুঁইনে বিপদে,
সে শুধু তোমার পুণ্যে তব তপোবলে,
নিত্য আবেদন তব দেব-পরিষদে,
পরের মঙ্গল বাচো নয়নের জলে ।
তুলসী তলের মাটি, তক্ত পদ-ধূলি,
এনেছ চরণামৃত নির্মালা প্রসাদী,
ভক্তিতরে পীড়িতের শিরে দেছ তুলি',
কতবার নিজ অঙ্গে নেছ কালব্যাধি ।
দৈন্যগ্লানি মহাব্যাথা সব নেছ চুমি
কতমুখে চুষে নেছ রক্তের গরল,
ভিখারী হলেও পতি অন্নপূর্ণা তুমি,
পূর্ণা, নন্দা, করিতেছ রিক্তার নিষ্কল ?
ঝগা-কুক নদীবুকে বস্ত্রার সঙ্কটে,
ভরনী ভিড়িয়া বাঁচে তব অঙ্ক-তটে ।

পাষাণী ।

(বালভী নাথক)

ইন্দীবরে রচি অঁাধি অল্পে বদন ।
কুন্দে দন্ত, কিসলয়ে অধর রচিয়া ।
গঠিয়া চম্পকদলে ও দেহ শোভন
পাষাণে গড়িল বিধি হার তব হিয়া ।



বঙ্গবী
কলকাতা

সতীর প্রতি ।

দৃষ্টি তোমার স্নিগ্ধ মধুর হৃদয় ধারার সম,
পরশ তোমার হরিচন্দন-অভিষ্মানোপম ।
আনন তোমার কাননকুঞ্জ মধুবারে কুহুমিত,
নয়ন-নীহারে স্নাত পবিত্র গুঞ্জনবন্ধুত ।
তব নিশ্বাস মন্দ-গবনে অশুরু-গন্ধ সার,
চামরের মত চঞ্চিকন চাকু চিকুরের ভার ।
অঙ্গ তোমার হেমভূঙ্গার গন্ধার বারি ভরা,
অঙ্গুলি তব চম্পককলি, অঞ্জলিপুটে ধরা ।
উক্তি তোমার পূজার মন্ত্রে তত্ত্বীয় মূরছনা,
কণ্ঠের হার লুপ্তিত বৃকে—সুন্দর আলিঙ্গনা ।
মগুন তব গন্ধের ডালা মধু-মৃগমদ-খনি,
কঙ্কণ-কণ-ঝঙ্কারে ওঠে বটিকারগরগি ।
হাস্তে মেঘা মোহন হৃদয় নৈবেদ্যের রুচি ।
দন্তের পীতি ইন্দুকান্তি কুন্দকুহুম শুচি ।
শোভে সীমন্তে সিন্দূরলেখা শিঙ্গল হোমানল,
অগ্নান-চির-আরতি-আলোক—অবিষুগ অলঙ্কার ।
নহ গো ভোগ্য তুমি বে অর্ঘ্য, স্বর্গীয় বিনোদন,
দেবতার পায় নিত্য পূজায় তব্দের আরোজন ।

গৃহলক্ষ্মী

কল্যাণি, তব প্রাণের মাধুরী যত্নে পুণ্য গড়া
 হিন্দুর দীন সংসারখানি আজো মহিমার ভরা ।
 ভ্যাগে তব ভোগ, বিলাসবিভূতি নিজস্বথবলিদানে,
 বিরাজ', পুণ্য আশ্রম মত সমাজের দেহেপ্রাণে ।
 বেদনা তোমার পীড়িতে বাইরা লভিরাছে পরাক্রম
 সাধনা তোমার, সঙ্কটে বের আশাবল বরাভর ,
 অলস লালসা খুলি হলো তব রাতুলচরণ তলে
 বিনয় সরম রতন পরম শিরোভূষা করে অলে,
 মোহন মধুর মোহনধারার শিশু কলতান মাঝে,
 পার্শ্বণ ব্রতে অতিথির-হিতে তোমার গরিমা রাজে ।
 তোমায়ে বেড়িয়া পুষ্পিত আজো সকলমমতামায়া,
 বহু হৃদয়ে চিরন্তনের চরণ কমল ছায়া ।
 তব মঞ্জুবা সিন্দুর ঝাঁপি স্পর্শমাণিকে ভরা
 তোমার কণ্ঠে পুরাণবার্তা দিনের ক্লাস্তিহরা ।
 মহাকাব্যের মহানদী ছুটী সতীর কীর্তি গেয়ে
 আশাভিরা গড়ে তব চিত্তটে, পুত তুমি তার নেয়ে ।
 সতীর সীতার চরণচিহ্ন হৃৎপঙ্কজে অঁকা
 রাজপুতনারী জহর অনলে উজ্জল তব শাঁখা ।
 তব মঙ্গল সন্ধ্যাদীপের আলোকে দৃষ্টি পেয়ে
 আজিও পুরুষ পুরুষ-হৃদয় ভক্তিতে রর চেয়ে ।

স্মরণে ।

শত শত নত অঁধি জল-ভরা ছল ছল
তোমারি পুজার আঁধি তিতাতেছে ধরাতল ।
হে দেব, স্মরণ হ'তে চাও এ ধরার পথে,
বরিষ আশিসধারা শিরে শিরে অবিরল ।
মানুষগঠন-ব্রত-ভার লয়ে তুমি এলে ;
ব্রতশেষ না করিয়া কেন দেব চলে গেলো ?
বৃকের শোণিত দিয়া পোষিলে মোদের হিয়া
ও বুকে টানিয়া নিয়া বুলাইলে করতল !
অঁধি হ'তে দূরে গেছ, হিয়া হ'তে কভু নয়,
সতত জাগিয়া আছ মানস জীবনময়,
তোমারি চরিত পূত প্রাণে প্রাণে অম্লভূত,
তাহারি মধুর-স্মৃতি আছে শুধু সঞ্চল ।

প্রিয়স্মৃতি । (শেলী)

শুষ্করিয়া শুষ্করিয়া গানটি যবে মরে,
তানটি রহে স্ব'ভার পুরে অম্লরণন-হরা ।
মঞ্জরিয়া মঞ্জরিয়া কুসুম বারে' পড়ে,
গন্ধ রহে গন্ধবহে রন্ধু কুহরভরা ।
ঝর ঝরিয়ে বৃন্তহতে গোলাপগুলি বারে
পাঁপড়ি দিয়ে প্রণয়ীদের শরন রচে তারা ।
মরমরিয়ে মর্ম্মভরা তোমার স্মৃতির 'পরে
স্বপ্নেরে প্রেম অঁকড়ে র'বে বখন তোমাহারা ।

বনস্মৃতি ।

(উত্তরচরিত)

মনে গড়ে সখি, রহি' বৃকে বৃক, ভুঞ্জে ভুঞ্জে পাশবক
গণ্ডের' পরে গণ্ডে না রাখি অন্তর অতি অন্ন,
না খুঁজি অর্থ, চিতে দৌহার উদয় বা' হ'ত সত্ত্ব,
না ভাবিয়া ক্রম না মানিয়া শ্রম করিয়া যেতাম গল্প ;
কোথায় গ্রহর হইত অতীত রসাবেশে বিশ্রু,
লীলার রজনী করিতাম ভোর গল্প হ'ত না স্তব ।

বিচিত্র শাস্তি ।

(উত্তর চরিত)

দলিছে হৃদয় ফেলে না ভাঙিয়া গাঢ় উষেগ বাতনা,
বিকল অঙ্গে বিধারে সুচ্ছ' হরিয়া লয় না চেতনা,
অন্তর্দাহ জ্বালায় এ-দেহ ভস্ম করেনা, আহা রে !
জীবন-স্বত্র ছিঁড়েনা বিধাতা কর্জরে শুধু গ্রহারে ।

দেশ ও কাল ।

তুমি যবে কাছেছিলে দেশকাল তব প্রেমে পেরেছিল লয়
সে বেন মোহনসুপ্তি অবিদিতক্রমগতি, স্মৃৎস্বপ্নময় ।
তুমি যবে দূরে গেলে পুরজনপদ বন তটিনী প্রান্তরে
প্রকট হইল দেশ দূর বাবধানরূপে ধরণীর' পরে ।
কাল-সে সহস্র বাহু, অলসমহুর পল বামদণ্ড সনে
অতিথি হইল মোর, চিনিলাম তায় পুন বিনিজ্জবাগনে ।

বনবাসান্তে

(উর্ধ্বিলা ও লক্ষ্মণ)

“দেবি, তোমা এ অধম লভেছিল বটে
 তব যোগ্য ভক্ত তবু ছিলনা তখন,
 তাই ব্রহ্মচারী হয়ে বনে তীর্থে মঠে
 দীর্ঘ তপঃকৃচ্ছ্র শুক করিল অর্পণ ।
 চতুর্দশ বর্ষ ধরি’ রাজর্ষি আশ্রমে,
 তপস্বীর পদ দেবি’, দমি’ হৃষ্ট জন,
 ক্ষুদ্রিতা জিনিয়া অতি কঠোর সংবশে
 বহু মূল্যে লভিয়াছে তোমাতুল্য ধন ।”
 “হে দুর্লভ তা’ত নহে, বল্লভা তোমার
 ছিল নাক যোগ্যা তব । তাই পরিহরি
 চলে গেলে, হে বল্লভ ব্রতে আপনায়,
 চতুর্দশ বর্ষ আঅনিগ্রহ আচরি’,
 গৃহ তপশ্চর্যা-রতা, বহু অশ্রু দিয়া
 সাধনার ধনে মোর লয়েছি জিনিয়া ।”

সীতা ও রাম

আজি শ্রিয়ে, অলঙ্কৃত রাঙ্কব শয্যায়
 কনক পালকে করি কেমনে শয়ন ?
 এ পেলব উপাধানে শির ব্যথা পাগ,
 পরিচিত নহে যেন কেমন-কেমন ?

গৃহ—উপবন হতে চূড়-শাখাচর
সত্ত ভেঙে এনে সখি শব্দায় বিছাও,
আন্তর্য চক্ৰাতপ চীনাংগু কয়
চামর বাজনী, সতি, দূরে কেলে দাও ।
হতবহ-পরিগত এ তল দাক্ষণ,
মুগাজিন পাত সখি এ-দেহ ছুড়াক,
উপাধানে কিবা কাজ, আনো অসিত্বণ,
এ পরিষবাহ তব কণ্ঠতলে থাক ;
চাহিনা এ সমারোহ সব গিয়ে তুলি'
হৃদ্বিনের সহচর প্রিয় বস্ত্রগুলি ।

নিকটে ও দূরে ।

নিকটে হবে রহলো প্রিয়ে, তখনো বহুদূর,—
কখনে তোমা পেয়েও রই তেমনি তৃষাতুর ।
দূরে হবে রহগো তুমি, তখনো রহ কাছে,
নয়ন ছুটি শাসন করি' সাথেই চলিরাছে ।
নিকটে হবে নিবস' দেবি, জীবন আঁখিময়,—
অযুত কোটি নয়ন ছাড়া কিছুনা মোর রয় ।
দূরে হবে চলিয়া যাও,—নয়ন-মন-হারী
আমার আর কিছুনা থাকে তোমার স্মৃতি ছাড়া ।

গেহকুঞ্জে

কে এলো মম গেহকুঞ্জে ?

জ্ঞান' এ-কুল বাগে পুলকাঞ্চন আগে
উলসিত মঞ্জরী-পুঞ্জে ।

অশোক রঙীন হলো চরণ পরশ পেয়ে,
বকুল আকুল তার সুধ-মধুরসে নেয়ে ।
প্রাণের আকুতিশত কাকুতি করিয়া কত
আরতি করিয়া তারে গুঞ্জে ।

হাস্তে তাহার মরি ফেনিল অমিয়া ক্ষরে ।
কমলার করে যেন শাজের ঝরনা ঝরে ।
ধরনী সুধর করি স্বকারে মোর ঘরে
মঞ্জীর ঝণু ঝণু কনু যে ।

শুনিয়া বোধনৌ বাণী বিহগ চেতনা পায়
বেহাগ পুরবী ভুলি বিভাষ দাহানা গায় ।
অকল বায়ে উড়ি চঞ্চরী ঘুরি ঘুরি
পদগঙ্জ-মধু ভুঞ্জে ।

মদন-ভঙ্গ্য । (রাজশেখর)

মীনকেতনে দহিয়া বিধি করেছ একি রত্ন !
মমতাহীন, পেয়েছে সে যে ভুবন-ভরা অঙ্গ ;
পাঁচটি শর ভাঙিয়া তার হয়েছ শর লক্ষ,
করিল ধোহ কদমসম বিধিয়া মম বক্ষ ।

প্রকাশ *

নদীতীরে শরগুলি দাঁড়ায় বা শির তুলি'
তাদের চাকিয়া কেলা, তাও সোজা লাগে,
লুকান কঠিন মোর, ছিঁড়িয়া হিয়ার ভোর
যে পীরিতি গণ্ডে মুখে রক্তরাগে জাগে।

শপথ *

দোঁহার অঞ্চল আজ অশ্রু জলে গেছে ভিজি
শপথ—এ প্রেম হোক অটুট অক্ষয়,
ষতদিন দীর্ঘ চাক গিরি' পরে দেবদাক
সিদ্ধুর অতলজলে নাহি পায় লয়।

পুনর্জীবন *

আজিকে পাষণপুঞ্জ নদীয়ে করেছে ভাগ,
দুই দিকে বহে দুই আধা;
তার ত ক্ষমতা জানি, অচল, নারিবে দিতে
পুনরায় মিলিবারে বাধা।—

আগে ও পরে *

মরণে ছিল না ভীতি জীবনে ছিল না প্রীতি
ভোমায় দেখিনি যবে হে-মনোমোহন,
এখন জীবন হেন যত দীর্ঘ হোক কেন,
মনে হয়,—ইহা যেন স্নেহের স্বপন।

* জাগানী

অভিমান ও মিলন ।

অগ্নি-গর্ভ গিরি যথা পুষিরা আগ্নেয়ী ব্যথা
 ধূমরাশি করে পরিহার,
 দৃষ্ট হৃদি অভিমানে 'শুমরি' 'শুমরি' প্রাণে
 দীর্ঘশ্বাস ত্যজে বার বার ।
 বথা বহু রুদ্র ঘন গর্জনের শেষে পুন
 সুবর্ষণে শীতল ভুবন,
 উগ্র বাগযুদ্ধ শেষে প্রিয়জন সহ, ভেসে
 আঁধিজলে, তেমনি মিলন ।

শিশুর প্রতি ।

অন্নপ্রাশন দিনে

জ্বর দ্বিতীয়ার টাঁদ সোণার বরণ,
 নভোগঙ্গানীরে ভেসে' আয় হেলে'হলে',
 দেব শিশুদের স্বর্ণ তণ্ডী শোভন,
 ছায়াপথে নেমে আয় সুধা চেউ তুলি ।
 শিশু-অনঙ্গের রাঙা চরণ-পরশে
 কবে তুই হলি সোণা ? সবিতার চূমে
 জ্যোতিঃপুঞ্জ অঙ্গে তুই জাগিলি হরষে ;
 কোন্ কাল-সিদ্ধ তলে ছিলি তুই যুমে ?
 নন্দনের আশীর্বাদ, ত্রিদিব বারতা,
 আজি বহে আনু তুই, নয়ন তর্পণ,

অনিমিত্ত হানিরানি দেববোধ্য কথা,
ঋতি পুটে নেত্রপথে করিয়ে সেবন ।
পূর্ণচন্দ্র হয়ে তুই জাগিবি কখন,
তার লাগি' চেয়ে আছে অবৃত নয়ন ।

বিধাতার শিশু দূত, কোন্ গুরুতার
লয়ে তুমি মর্ত্যধামে এসেছ নামিয়া ?
ধাতার নিকটতম ! গাজগন্ধ তাঁর
পাই যেন তব মুখ চুমিয়া চুমিয়া ।
কোন্ মহাপুরুষের শিশুমূর্তি তুমি,
জানি না,—আশীষ দিতে শিহরি যে ডরে ;
বশোদার স্বর্দমহু ধনে কিরে চুমি ?
এসেছ কি ছলিবারে কাড়ালের ঘরে ?
যদি এলে, স্নেহে হৃদে তবে ভাগ লও,
মামুষের গৃহে আজি লভি' অন্ন পান,
শিরে লয়ে ধাত্রী দুর্গা মামুষের হও,
জীবনে জয়ন্তী লভ-হয় আয়ুমান ।
তব দেব-জাতি আজি করিয়া হরণ
অন্নদার অন্নপত্রে করিহু বরণ ।

সন্তান (ভবভূতি)

মম অঙ্গ বিগলিত একি মূর্তি স্নেহসার জুড়াল পরাণ ?
আমার চৈতন্যধাতু বাহিরে আসিল কিরে হয়ে মূর্তিস্থান ?

একি নব অভিযান প্রণবিল মম চিত্ত আনন্দ-মখিত ?
পরশি আমার অঙ্গ কে জুড়াল দাহতাপ ? অমৃত ! অমৃত !!

ব্রহ্মকণ্ঠ

(উত্তররামচরিত)

তুণীর দুইটি হলিছে পৃষ্ঠে, লবিত শিখাশুচ্ছ
করিছে পরশ শারকগুলির কঙ্কপাতার পুচ্ছ ।
পুতলাহনে চিহ্নিত হৃদি ষোগের ভঙ্গপুঞ্জ,
ককর চর্ম্ম স্বক্কে, ফিরিছে আশ্রম-বন-কুঞ্জে ।
অতিপিনক যৌবনোন্মেষলা রাঙা অধোবাসধও,
করে কান্দুক অক্ষমালিকা গজ গিল্লন-দণ্ড ।

শিশুর স্বর্গ ।

(ছড়ের অঙ্গসরণ)

যখন ছিলাম শিশু আকাশে চাহিয়া
ভাবিতাম স্বর্গ ঠিক মাথার উপর ।
বুঝি তাহা পাওয়া যায় হাত বাড়াইয়া,
তাই চাঁদ ধরিবারে বাড়াতেন কর ।
ক্রমে বত বড় হই চাহি উর্দ্ধ দিকে,
দেখি স্বর্গ নিকরাসিত কল্পনার বনে ।
এবে ভাবি মনে মনে নানা যুক্তি শিখে,
কোথার আবার স্বর্গ অনন্ত গগনে ?

যবে আমি শিশু ছিলাম স্বর্গ ছিল মোর,
ছিল পরিবেশ সম ঘেরিয়া আমার,
ক্রমশঃ লাগিল চোখে সংসারের ঘোর,
অন্ধের জ্বলিবে লোক হারালেম হার।
হার যদি মরিতাম সেই শিশুকালে
অধমর স্বর্গ বুঝি ঘটত কপালে।

তুলসী ।

ওগো গৃহি, বড় যত্নে পালিয়াছ মোরে,
অমার্জিত গৃহাগণে বৈদিকার ক্রোড়ে,
ধূপেদীপে সন্ধাপ্রাতে সলিলধারায়
তুষিয়াছ গলানীরে বৈশাখীসারায়।
আজি তার প্রতিদান করহ গ্রহণ,
পথের সঞ্চল কিছু করিব অর্পণ;
ঐ দেব তব প্রিয় স্বজন আশীয়ে
মরণ মুহুর্তে ঠাঁই দেয়নিক গৃহে।
উৎসঙ্গে ধরেছি তোমা মরণের তীরে,
মুদ বৎস, ক্লান্ত তব আঁখিবুগ ধীরে,
আমি হরিপ্রিয়া তোমা করি আশীর্বাদ,
কাণ্ডারী ক্ষমুন তব শত অপরাধ।
গুনোনা ওদের হল, মোদনের রোল,
মোর সনে বল বৎস “হরি হরি বোল !”

কবি ও সমালোচক

সমালোচক কহেন “কবি, গভীর শীতের বর্ণনাতে
ফুটাইছে চম্পা অশোক লোভ গোলাপ কুন্দ সাথে,
শীতের বাগান তড়াগকানন একবারে যে কুহুমহারা
কান্তনের ফুল ফুটাও শীতে কাব্য তোমার কেমন ধারা ?
কবি কহেন “শীতের কানন শুকনো মরা আঁধার বটে
মনের বাগে মধু ঋতুর কখখনো না। অতাব ঘটে,
ফুটোনাক একটিও ফুল যখন ঘেষের গভীর বনে
সকলগুলিই ফুটে থাকে তখনো যে কবির মনে।”

প্রয়াগ সঙ্গম ।

(রঘুবংশ)

কাল যমুনার কলতরঙ্গে অঙ্গ মিশারে কিবা,
হের স্তম্ভরী—শোভিছে গঙ্গা অপরূপ রূপ বিভা !
সুজামালার ফাঁকে ফাঁকে যেন নীলমণিগুলি রাজে,
ইন্দীবরের শোভা যেন খেত পদ্মের মবে মাঝে ।
যেন ছায়ানীল চন্দ্র-আলোক আঁধারের গারে আঁকা,
হরিচন্দন পরিচনায় যেন কালাঙ্কুর মাথা ।
বিভূতিভূষিত হর কলেবর অসিত ভুজগ তার,
শুভ্র শারদ মেঘাস্তরিত সুনীল অঙ্গ তার ।
মানসের পথে মরণের বৃথে যেন নীল হাঁসগুলি,
হের বরাদ্ধি,—গঙ্গার সনে যমুনার কোলাহুলি ।

দুর্ধা ।

তুচ্ছ অকিঞ্চন আমি এ বিপুল ভবে,
জনমে'ছি পদতলে ধরিত্রীর বুকে ।
পদধূলিকণা শিরে দিয়ে যাও সবে,
যন্ত হোক তৃণ জন্ম মরে বাই স্তূপে ।
সম বৈশ্বে ক্ষুণ্ণ হয়ে দালাল সজ্জন,
দেব অর্ঘ্য করি মোরে দিতেছ গৌরব,
আমি ধাত্রী-ধরা গাত্রে শ্রাম শিহরণ,
কাড়িয়া লয়ো না মোর সেবার বৈভব ।
পাষণ বিগ্রহ পায়ে শিলা বেদিকায়
নিগ্রহে নিজ্জীব হব শুক হ'য়ে ত্রাসে,
জীবন-দেবের পায়ে রসকণিকায়
অক্ষয় যৌবন যম প্রেমানন্দে হাসে ।
মন্দিরে পূজারী গব্বা যেন নাহি হই,
বিশ্বের সেবার যেন শূদ্র হ'য়ে রই ।

বিশ্ব-স্থিতি ।

সৃজনের পরদণ্ড প্রাণের আদি,
স্থিতি নাই! স্থিতি কোথা? অনাস্ত-সমাধি!
সৃষ্টির মারণ-মন্ত্র ধ্বনিত ছে বধন,
রক্ত তেজে লক্ষদানে প্রাণের তখন

উঠিয়াছে হুত্বকারি' লোহিত-লোচন,
 গ্রাসিতে সমগ্র সৃষ্টি ব্যাধানি' বদন ।
 আকর্ষণে, বিকর্ষণে, খাসের তাড়নে,
 আবর্তনে, বিবর্তনে, বাহবান্ধেটনে,
 শাস্তিহীন শাস্তিহীন, আশ্ফালিছে তাই,
 লক্ষপক্ষ ঝাপটিয়া, কারো রক্ষা নাই ।
 ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তজিয়া, ক্ষণে অটু হাসি,
 কখনো বা বক্তে, ঝরে রক্ত রাশি রাশি ।
 স্থিতি নয় সৃষ্টি-মন্ড্রে নিদ্রিত প্রলয়
 জাগিয়া উঠেছে বিশ্ব করিবারে ক্ষয় ।

মধ্যাকর্ষণ

জানিনাক—চিনিনাক কেবা নিউটন,
 বলিয়াছে জড় দ্রব্য করে আকর্ষণ ।
 প্রদীপ্ত মার্ভিও-বজ্রকুণ্ড চারি পাশে,
 ঘুরিতেছে দিশিধিন মঙ্গলের আশে ।
 আপনার সন্তানেরে ঘিরে কোটি পাণি
 ও বকের অন্তরালে নিতে চাও টানি ।
 হে জননি সন্তানের মঙ্গলকারণ
 এহশাস্তি লাগি-তব নিত্য স্বত্যয়ন ।
 বেষ্টিয়া অগাধ মাতৃস্নেহবারিধিতে
 কোটীজীবে পালিতেছ বকের অমৃতে ।

উভাপে পাইলে ব্যথা হারার অঞ্চলে
ঢাকিয়া পাড়াও ঘুম তব অকতলে ।
নহে মধ্য আকর্ষণে,—হৃদ আকর্ষণে
হে বৎসলা বুকে টানি' রাখ নিজ ধনে ।

পলিত পত্র ।

“একে একে সব সাধী করেছে প্রয়াণ,
শীতের শীতল বায়ু সতত কাঁপায় ।
আর কেন, জীর্ণ পত্র, পাণ্ডু স্রিয়মান,
এখনো তরুর গারে আছ কি আশায় ?”

“গেছে সব তাহে কিবা ? শীতের সমীর
পলে পলে মৃত্যু আনে শিহরিয়া কারা !
ভাবিয়াছি শেষ বিন্দু বুকের কথির
তুকাইয়া কিসলয়ে দিবে বাব ছায়া ।”

নিদাঘ

হুয়ারের দুইপাশে রহিয়াছে পড়ি
শুষ্ক দুটি রস্তাকর, ছিন্ন বিদলিত ,
আধ ভাঙা কুস্ত দুটি বায় গড়াগড়ি
শাখাকল শ্রীগৌরব তার অপহৃত ।
দেবালয়ে স্তম্ভে স্তম্ভে পুষ্পপর্ণ মালা
তুকাইয়া কুলিতেছে,—উঠে মরমরি ।

সুছে গেছে আলিপনা, শূন্যনাটশালা,
আঁকা আছে কালীরেখা দেয়াল উপরি।
আজিনাতে আটচালা, করে রোমন্থন
বৎস গাভী শুয়ে তথা, ঘুরিছে কপোত,
বেদী'পরে হা হা করে শূণ্য সিংহাসন,
উচ্চ মঞ্চ ঝাঁঝা করে, নাহি নহবৎ।
বাসন্তী লক্ষ্মীর পূজা হ'য়ে গেছে শেষ,
নিদাঘ এ পুরীমাঝে করেছে প্রবেশ।

ধানের ধুলি

উড়িলে ধানের ধুলি নাসায় বসন ভুলি'
নব্য সভ্য যুবক বধন,
“একি অসত্যের দেশ ! যন্ত্রণার একশেষ।”
বলি' ঘুরে করে পলায়ন,
ছুই হাতে ধুলিরানি মাথিরা কৃষক হাসি'
হর্য-গদগদ ভাবে কর—
চিরদিন এই ধুলি মাথি যেন সব ভুলি'
এই ভাগ্য অন্ত-অন্ত হয়।
এ ধুলি সোণার বাড়ি, জীবনে হরোনা হারা,
চিরদিন মোর মেহে র'রো,
রোগের ওষুধ তুমি, লক্ষ্মীর জনমভূমি,
বিদায়ের শেষ শয্যা হ'রো।”

দিবার সহযরণ ।

রশ্মিতে রবির রবি জরী হয়ে ত্যজিল পরাণ ;
দাঁড়াইল তা'র চিতা ধরি' পশ্চিমের গগন-অশান ।
এলোচুলে দিবারাগী তাই পটু বাস পরি' হাসি মুখে
অহুসতা হ'তে ছুটে বার ঝাঁপ দিয়া সে চিতার বুকে ।
মঙ্গল-সঙ্গীত গায় পাখী, হেরে নর নির্ণিমেষ আঁখি ।

আলোক-বধু ।

চিনেছি চিনেছি চিনেছি তোমার তুমি যে মোদের দিনেরই আলো ;
হয়েছ অন্তঃপুরিকা সহসা নবরূপে আজ সেজেছ ভালো ।
মধুর অরুণ গোখুলি-লগনে,
শশ্য বাজিল ভবনে ভবনে
তব পরিণয় বারতা সঘনে দিগ্‌দিগন্তে বরি পাঠালো ।
ঝিল্লী নৃপের বাজারে শোভনে,
পশিলে তখন প'তর ভবনে,
বাতায়নে সুখচন্দ্রে তোমার তারপর হতে কিরণ ভালো ।
তোমার গায়ের হীরা সোণা ষোভি,
ফুটাইল কিবা তারকার জ্যোতি,
গৃহ দেউলের ছায়াপথে সতি, সেই হ'তে স্বত-প্রদীপ আলো ।

ধূলি ।

হা ধূলি, তোমার কেমন করিয়া নিষ্ঠুর চরণে দলি ?
প্রাণহীন হ'য়ে তলু শয়নে আজি পড়ে আছ বলি' ।

আমিও ছিলাম তোমারি দোসর

কত শত যুগ—নীরস ধূসর,

আজিকে না হয় মানবাত্মার অনলে উঠেছি জলি' ।

সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি, তোমার কেমনে চরণে দলি ?

আজ বাহা আছে চরণের তলে প্রাণহীন কণা অণু,

কালি তাহা পাবে নিয়ম প্রভাবে জীবনোদ্ধত তলু,

কালি যদি তুমি গজরাজ হয়ে

রাজার রাজারে গৌরবে বয়ে'

আমার অস্থি-চূর্ণ ভূর্ণ উড়াইয়া যাও চলি',—

সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি তোমার কেমনে চরণে দলি ?

প্রতিধ্বনি ।

দেবকর্তৃত্বাত ধ্বনি পরিধা ধরায়

অপমরণের মাঝে জীবন হারায় ,

প্রেতাঙ্গা রহিল তার প্রতিধ্বনিক্রমে

ঘুরে সদা গুহাবনে, বৃক্ষে, শৈলে, কূপে ।

অট্টহাসে ব্যঙ্গ করে প্রতি শব্দ তাই,

এ প্রেতের লাগি বিধে কোন গয়া নাই ।

ভূতের উৎপাত এবে বিষম ব্যাপার,

নীরব করাতে চাহে সমগ্র সংসার ।

কালিদাস ।

আহ আজি সগৌরবে কবিকুলশশী
অমরার কবিসভা আলোকিত করি ।
আজি তব শিষ্টা রস্তু, মেনকা, উরুসী,
সঙ্গীতে ইন্দিতে তব নাচিছে কিন্নরী ।
কুমার, জয়ন্ত, বৃধ ফেল শরাসন,
শিখিছে তোমার পাশে বাজাইতে বীণা,
যক্ষনারী করিয়াছে তোমার বরণ,
'তবী শ্রীমা মধ্যক্ষমা' আজি নহে দীনী ।
দেব অন্তঃপুরে তব অব্যাহত গতি ।
লয়েছে তোমার সেবা সমাদর ভার,
ঔশিনরী শকুন্তলা সীতা ইন্দুমতী,
কেহবা জননী কেহ ভগিনী তোমার ।
অকাল বসন্তে বার দুঃখে কেঁদেছিল
সে আজি বাসন্ত্যর্থ্যা যোগায় ও পার,
নব বরষার বারে জুদয়ে ধরিলে,
সে আজি কুটজমালা উষ্ণীষে পরায় ।
পুষ্কররা ধরে ছত্র তব শীর্ষ'পর,
দ্বন্দ্ব করিছে তব চামর ব্যজন,
তোমার আদেশে বাণ ছুঁড়ে পঞ্চশর,
পুষ্কর দৌত্যের কাজ করে অমুক্ষণ ।

আজো যেন শিশু আছে সে সর্বদমন,
বুরিতেছে যেন তব ধরিতা অঙ্গুলি ।
পূজিছ বাম্বীকি সাথে বাণীর চরণ ।
বড়বুজাত পুষ্প একই কালে তুলি' ।
কহিতে যাদের কথা মর্ত্যের প্রবাসে
তারা আজি সকলেই তব চারি পাশে ।

স্মৃতি ।

অতীতের শৈল-শৃঙ্গ জনম লভিয়া
জীবন-ভূখণ্ড বাহি স্মৃতির তটিনী
ছুটিতেছে নিত্য নব উপনদী নিয়া,
ক্রমবর্ধমান-তনু অশ্রান্ত-বাহিনী ।
করি জীবনের ভূমি সুষ্টামায়মান
বিতরিছে হৃদযারে প্রতুল সম্পদ,
কল্পলোক বাসিগণ করে স্নান পান
গ'ড়ে তুলে তীরে তীরে পুরজনপদ ।
অশ্রুপট্টপরিপুষ্টা কখনো গম্ভীরা,
বস্ত্রাঘ উৎখলি' কভু তট-উন্মাদিনী,
চন্দ্রি কাপ্তোজলা কভু স্থিরশাস্তধীরা
গাহিছে অতীত কথা : কলনিবাদিনী,
মহাবিস্মরণ—সেই মৃত্যু-মহোদধি,
তাহে লুপ্ত হতে চলে—চলে নিরবধি ।

ঘর ও ক্ষেত ।

বহুদিন রৌদ্রদীর্ণ অনাবৃষ্টি পরে
 স্রষ্টার কৰুণা ব্যয়ে সহস্রধারায়,
 কুবককুযাপী দৌহে আজি নৃত্য করে
 ভলে ভিজি' কাদা মাখি' গৃহ-আঙিনায় ।
 ঝঞ্ঝার ঝর্ণায় গৃহ ব্যয় চূর্ণ হয়ে,
 নাহি দৃকপাত তাহে সব ব্যয় ভেসে,
 "এস এস হে ঠাকুর হেন বর্ষা লয়ে
 ভাঙিবে ভাঙুক ঘর কহে চাষা হেসে ।
 খেদ নাই গাছতলই কর মোর ঘর
 ঘর গেলে হবে সব নূতন-ছাউনী,
 ভুঁই গেলে ফিরিবে না । ঘরের ভিতর
 মরে' থাকে হতে ভাল ক্ষেতের খাটুনী ।
 ভুঁই যদি ঘরবাড়ী আজ সারাদিন
 নাহয়, তা'হলে হব চির গৃহহীন ।

সজ্জীত ও মাধুরী

শাখিশাখে পাখী গাহি স্রমধুর গান
 কলের সুরসে মাধুরী করিল দান
 কুসুমের বনে গাহি' গুঞ্জনে গীতি—
 অলি, কুল-মধু মধুর করিছে নিতি ।

শুণ শুণ গানে গাহিয়া মোহন কালে
গোপের ছালালী গোরসে মাধুরী চালে।
যুগ যুগ ধরি' গাহিয়া প্রেমের সুর
করিয়াছে কবি প্রেমে এত স্তম্ভুর।

অগ্রদূত ।

মিহুতে যবে কমল ফুটে উষার নব আলোকে
তাহার পাশে মধুপ গাহে হরষে,
মাদক তানে বাড়ারে দেয় জাগরণের পুলকে
বিকাশ তার শিহরে পাখাপরশে।
অরুণভূষা তরুণী উষা বধনি আসে গোপনে
শুকতারা ও পাখীরা আসে আগারে,
রবিরে পাছে বরিতে ভুলে রহি বিঘোর স্বপনে
কলকুলনে সবারে ভুলে জাগারে।
আবাচ নব জলদ যবে ঘনায়ে আসে আকাশে
চাতক ছুটে করুণা-বারি চাহিয়া
ভূষা ভাপিত ধরার বাখা বহি তাহার সকাশে
করুণ আবাহনীর গান গাহিয়া।
যবে জাতীয়জীবনজ্যোতি জাগিতে রহে নীরবে
প্রভাতগীতি বাজে কবির শানারে
সেকথা কবি রটায় আগে ছন্দোময় গরবে
স্থপ্তি হতে জাগর-ভূষা জানারে।

মৃত্যু-বীজ

বাণ্যদোলনা দোলে আমাদের সমাধি উপরে থাকি,
শিশুর খেলানা উজ্জল তার চিতার আলোক মাধি ।
তত্ত্বের সহ বিষকণা দেহে লালসা লইয়া ফিরে,
স্মৃতিকা হইতে রহে মরণের ধূসর পরিধি ঘিরে ।

সাধের মরণ

এ হেন জ্যোছনাময়ী বাসন্তী নিশায়
সুখন সৌরভশোভা ভুলায় এ দেহ ।
“কি হইতে কি করিতে এবে গাথ যায় ?”
আমারে সুধায় যদি লীলাচ্ছলে কেহ,
আমি তবে বলি “বদ্ধ এ অমৃত কণে
সব হতে বরণীয় মধুর মরণ,—
হেন চন্দ্রামসী নিশা-জননী চরণে,
মাথা রেখে দীপ্তিমাঝে প্রাণ-বিতরণ ।
জানিনাক কোন অন্ধ দুর্ব্যোগের সাঁঝে
কোথা কোন মকুবুকে তাজিব ভুবন,
প্রাণ যদি যায় এই মহাপ্রাণমাঝে
আহা তবে এ মরণে অনন্ত জীবন ।
হেনপুণ্য পৌর্ণমাসী নিয়া মমপ্রাণ
করিবেকি তার শুভ শুচিতার স্নান ?”

তিন ভাই ।

কবিকর "ইন্দ্রধনু অলকা তোরণ,
চন্দ্র, প্রেমকল্ললোক অমৃত স্বপন,
তারকারা নন্দনের মন্দার নিকর
তড়িয়ার লিপি বয় দূত অলধর ।"
বৈজ্ঞানিক বলে "মুচু চন্দ্র উপগ্রহ,
মেঘ ঘনীভূত বাষ্প, দূত কারে কহ ?
মেঘের ঘর্ষণে জন্মে তড়িৎ অনল
ইন্দ্রধনু আলোকের বিশ্লেষণ কল ।"
দার্শনিক কর হাস "সবি জেনো যার
অনিত্য অধ্রুব লয়ে মত্ত আছ ভারা ।
রজ্জ্বতে যে সর্পভ্রম, হেরিছ স্বপন
অবিচার মোহে চিত্তে হয়েছ কুপণ ।"
কাকূতি করিয়া কবি কর কর জুড়ি
"ভালিয়া দিওনা মোর স্তম্ভস্বপ্নপুরী ।"

তুচ্ছ ।

চরণতলের দুর্কা সেওত দেবীর মুকুটে উঠে,
তড়াগ বাপীর পঙ্ক মলিন তাতেও কমল কুটে ।
প্রদীপের কালি আলো করে আঁধি কজ্জলরূপ পেয়ে
কীটলালাজাত অংগুক শোভে নুপবানাদের দেহে ।
পলিত পদ্ম যোগের সহায়—ঋষির ভোগ্য সে,
স্বপ্ন কি আছে ? সকল তুচ্ছ উচ্চের প্রস্থ বে ।

আয়োজন ও বিসর্জন ।

এ প্রতিষ্ঠা আয়োজন বিসর্জনতরে
 সুসজ্জিত রমা হর্ষা, ধূলি, তার শেখ,
 প্রলয়ে বরিতে মহাসমারোহ ভরে
 সৃষ্টির সৌষ্ঠব এত চারু ভূষাবেশ ।
 অভ্যুত্থান অতিউচ্চে ভেদ নীলাকাশ
 বাড়াইতে পতনের গুরুত্ব কেবল,
 বজ্র আঁটুনিতে ধরি বাধিতে প্রয়াস,
 সে শুধু গ্রন্থিটি করা শিথিল বিকল ।
 মেহে প্রেমে জড়াজড়ি নিবিড় বাধন
 বিরোগের মর্মস্পীড়া কেবল বাড়ায়,
 বিরহেরে করিবারে শুধু দুঃসহন
 ক্রনিক মিলন সুখ মেঘের ছায়ায় ।
 আড়ম্বর আয়োজনঘটা কোলাহল,
 মহাপথে মহাযাত্রা করিতে কেবল ।

কুসংস্কার ।

(লেকচার)

লোকাচার দেশাচার প্রচলিত রীতি প্রথাগুলি
 সবি যদি নির্দিষ্টারে চল যারা নিয়ত পালিয়া,
 কালের কান্ডার পরে জন্মে' বাবে আবর্জনাধূলি
 তুলহয়ে ভ্রান্তিপূর্ণ ক্রমে ক্রমে উঠিবে ঠেলিয়া,

অসত্যজ্ঞান জড় জমে' জমে' হইবে পাবান,
সত্যতপনের পথ বন্ধ করি পৰ্ব্বত—প্রমাণ।

সুক্তিপঞ্চক

শুণীর শুণের শ্রদ্ধা করে বহুজনে,
হিংস্রক শুণজ্ঞ তার সব হতে বেশী।
অন্তে করে সমাদর মুখের বচনে
মর্শে মর্শে উপলব্ধি করে দীর্ঘা দ্বৈতী ॥ ১

আপনারে স্পষ্টবক্তা মনে করে যারা
সব হতে তারা মুঢ় দান্তিক অজ্ঞান।
বিখ্যাস সিদ্ধান্ত নিজ ভাবে সদা তারা
একান্ত অপ্রান্ত বেদ বাক্যের সমান। ২

আগে পাপ তার পরে প্রাপ্তিচিন্তা আগে,
কোনো একাদিন,—এই রীতি চিরন্তন।
হিংসা পাপে প্রাপ্তিচিন্তা চলে পাশে পাশে
পাপ আর প্রাপ্তিচিন্তা অভিন্ন এমন : ৩

অমর্যাদা লাভি নিত্য হ'তেছ হতাশ
সমাজে সংসারক্ষেত্রে আদান প্রদানে,
তব অহমিকা এতে পায় পরকাশ
প্রত্যাশা কর যে বহু আত্ম অভিমানে।

যে জ্ঞান তোমার নহে সে জ্ঞান অসার,
সে জ্ঞান ও শির'পরে শিলাসম ভার,
আত্মহতে নাহি বয় যেই জ্ঞান ধারা
সে জ্ঞান পঙ্কিল রুদ্ধ তটিনীর পারা । ৫

মাতৃভক্তি ।

(পার্শ্ব উপাখ্যান হইতে)

দরগা দখল করিয়া পাপীরা রাজার তলবে জুটিল যবে,
করে সুলতান দণ্ড বিধান আনতমুণ্ডে দাঁড়ায় সবে ।
পত্রীর পরে শাস্তি লিখিয়া বিলি করা হ'ল নির্কীর্ণারে
কাহারো মিলিল জীবন দণ্ড, তপ্ত লৌহ কাহারো ঘাড়ে ।
নির্কীর্ণসন বা কাহারো ভাগ্যে কাহারো ভাগ্যে বেজকশা,
কারো-বা মিলিল নেত্র দহন, কারো চিরদিন বন্দীদশা ।
জীবন দণ্ড লভিল যে জন দাঁড়ায়ে কহিল জুড়িয়া পানি,
মরিতে ডরিনা, শুন নিবেদন একটি সকলে—চরমবাণী ।
অন্ধ মায়ের একছেলে আমি তাঁর ভার যদি লগোগে কেহ
এই আশ্বাস-প্রবোধ পাইলে পারিব হেলায় ত্যজিতে দেহ ।
আসামী দলের উঠি একজন তাহার পত্নী কাড়িয়া নিয়া
কহিল দাঁড়ায়ে, আপন পত্নী তাহার হস্তে গুঞ্জিয়া দিয়া ।
“আমার মায়ের পাঁচ সন্তান তার মাঝে আমি অধ্যম হইন
আমি কুপুঞ্জ মায়ের মহিমা বুঝিনি জীবনে একটি দিন,
তোমার মতন মাতৃভক্ত মাতার সেবার বাঁচিয়া রোক্
কশার দণ্ড লও তুমি ভাই জীবনদণ্ড আমার হোক্ ।”

জীবনের সার্থকতা ।

(ইন্দ্রাজীর ভাবাবলম্বনে)

যে জীবন বটসম সৌন্দর্য্যের মন্দির বিদারি
জনমি, সহস্র বর্ষ মূলশাখা প্রশাখা বিস্তারি'
শুক জীর্ণ হয়ে শেষে রক্তনের যোগায় ইন্ধন,
অদীর্ঘ হলেও, ধন্ত স্পৃহনীয় নহে সে জীবন ।
তার চেয়ে, যে জীবন অজস্র পক্ষে জন্ম লাভি'
শুধু দিনেকেরো তরে ফুটচিত্তে পূজে প্রেম-রবি,
বাগ্‌দেবতা ইন্দ্রিয়ার পাশাপাশি রূচ সিংহাসন,
এ মর বিশ্বের মাঝে চরিতার্থ ধন্ত সে জীবন ।
সৌন্দর্য্যের মন্দিরের পূজারী যে দিনেকেরো তরে,
ধ্বংসধম্মা দিগ্‌জয়ীর চেয়ে সেও ধন্ত ধরা'পরে ।
সুন্দরে যে নাহি বন্দে বার্থ তার বিরাট প্রচার
চঞ্চল-জীবন পদ্ম,—যোগ্য সঙ্গ চঞ্চলা পদ্মার ।

পাখীর অহঙ্কার ।

চীৎকারে চিল কহে “মোর মত বলো বলবান কেবা ?
সব হতে আমি উর্দ্ধে উঠিয়া করি সবিতার সেবা ।”
শিখী কহে “সখা, আমার মতন সুন্দর কেহ নাই
ভুবন-ভুলানো নৃত্যে আমার মুগ্ধ কে নহে ভাই ?”
কোকিল কহিল “রূপ নাই মোর, নৃত্য করিনা বটে,
আমার মতন মধুর কণ্ঠ,—কাহার ভাগ্যে ঘটে ?”

কাক কহে “আমি নহি স্তম্ভ নাহি রূপ, নাহি তোর,
বিশ্ব-বিজয়ী কোকিলে পেলেছি,— ইহাই গর্ব মোর।”

চকোর কহিল “গান গেয়ে আমি জাগাইয়া নিশানাথে
আলোকিত করি বিশ্বভুবন কোমুদী সম্পাতে।”

চাতক কহিল “বিশ্ব যখন গ্রীষ্মের দাহে মরে
মম আবাহনে জলদপুঞ্জে শীতল জীবন ধরে।”

কোকিল কহিল “গান গেয়ে আমি হিম ঘুম ঘোর হরি
বিশ্বের মাঝে আনি ঋতুরাজে বর্ষে বর্ষে বরি।”

কাক কহে “আমি জানিনাক গান, অরুণ উঠার আগে
আমার রক্ষ তাড়নে তু। ন বিভূ নামে নিতি আগে।”

নিন্দক

গুরুর সমীপে আসিয়া শিষ্য নিবেদিল “প্রভুপাদ,

সারাদিন শুধু ‘অমুক’ প্রভুর করিছে নিন্দাবাদ।”

তুনে ক’ন গুরু “আমার নিন্দা করেছে সে বুঝি ব্রত।

ক’র তার ব্রত উদ্যাপনের সহায়তা বিধিমত।

আমার দোষের কতটুকু জানে? ক’দিনের পরিচয়?

ষাট বছরের সব দোষ মোর অবগত তার নয়।

কত পাপ আমি করেছি জীবনে অবধি তাহার নাই,

ডাক’ তারে মোর অপরাধগুলি বিবৃত করিতে চাই,

অগণন মোর মোর দোষ পাপ ক্রটি সব শুধু জানি আমি,

আর জানে সব বা কিছু গোপন মম অন্তরবাসী।

দিওনাক বাধা, বন্ধু আমার করুক নিন্দাবাদ,
প্রচারে প্রচারে ক্ষয় হোক মোর অপরাধ পরমান।
ডাক' তারে বাছা, বন্ধু লইয়া লেখনী-পত্র তবে
বৎসর ধরি লিখুক যা' বলি বিরাট গ্রন্থ হবে।"

দরদের ঋণ

(অনুবাদ)

পড়িহু দৈন্ত্রে—বড় বিপন্ন,—শরণাপন্ন হইহু যার
করি মুখতার দিল কিছু ধার, সে ধনীবন্ধু, কিছু না আর।
র'লনা সেদিন আসিল স্মৃতি, স'ব কেন আর করুণা তার ?
যুচিল কুঠী শোধ করি ঋণ, নেমে গেল মোর হিয়ার ভার।
শোকের আঘাত পাইহু হঠাৎ, গরীববন্ধু আদিল ছুটে,
বক্ষে ধরিল, শিরে বসিল, আঙুলি রইল পক্ষ পুটে।
বুকে তার ঋণ জাগে নিশিদিন, স্মরণে নয়নে বহিছে বান,
টাকাকড়ি হ'লে পরিশোধ চল, অপরিশোধ্য তাহার দান

একলক্ষ্য

সব জলধারা মিশে প্রণালীতে সব পয়োনালী হুদে
নদনদী দিয়া সব হুদে যোগ, নদ মিলে মহানদে।
সব মহানদ উপনদী সহ বারিধিতে একাকার,
সিন্ধুরা সব বিশ্ব ভরিয়া রচে মহাপারাবার।
সব উপাসনা সব নিবেদন একে গিয়ে মিশে শেষে,
মহাসিন্ধুতে একই মহাবাহী বিঘোষিত দেশে দেশে।

বঙ্গরী
কল



মহাবিরাটের ভায় ।

বিরাট বিশাল আকাশ বারিষি হ্রদ নদনদীধারা
ধরিতে পারে না তাঁহারে ভূধর চন্দ্রসুৰ্য্যাতারা ।
বিশ্বস্তরে বিশ্বের রথ বহিতে কভুনা পারে
মহাকাল মহাব্রহ্মাণ্ডও তাঁহারে ধরিতে নারে ।
লঘু হয়ে দীন ভক্তের হৃদি করেছেন অধিকার,
চিরদিন তাই ভক্ত বহিছে মহাবিরাটের ভায় ।

তুলনা

সাধক হরিদাস বাজারে একতারা গাইয়া ফেরে গিরিবনে,
বনের পশু পাখী তটিনী তটশাখী তাহার সঙ্গীত শোনে ।
ঘুরে সে পথে পথে পল্লী জনপদে পাগল ভিখারীর সাজে
রাজার সভাতে বা ধনীর দ্বার দেশে আসেনা নগরের মাঝে ।
একদা সম্রাট কহিল “তানসেন, তোমার গুরু ধৈই জন
তাঁহার সঙ্গীত শুনাতে হবে আজ, মাগিছে তাঁর দরশন,”
এতেক কহি নৃপ হৃদ্যবেশ ধরি চলিল তানসেন সাথে,
তমাল তলে গিয়া হেরিল হরিদাস গাহিছে একতারা হাতে।
কর্ণগুটে পিরে অমৃত গীতরস নৃপতি ছলছল আঁধি
শান্তপুলকিত মুখ চমকিত ফিরিল পদরজ মাধি ।
কহিল “তানসেন, রাগিনীতাললয়ে অনেক গেয়েছ ত গান
আজি বা শুনিলাম তাহার মত কই আকুল করেনা ত প্রাণ ?”

কহিল তানসেন “কাহার সাথে কার তুলনা কর হায় ভূপ,
গোমুখী উৎসের মন্দাকিনী কোথা, রুদ্ধবারি কোথা কূপ ?
গন্ধমধুভরা কোথা সে সরোরুহ ঋষি যা সঁপে দেবতায়,
কোথা এ উপবনে রঙীন গুল যাহা বিলাস লাগি ফুটে হায় ।
ভারত-ভূপ তব আদেশমত গাই আমি এ লোকসভামাঝে,
বিশ্বভূপালের সভায় গান তিন, তুলা কি তাঁর সাথে সাজে ?”

শেষ গোলাপ

(মুর)

গেছে মধুমাংস, শুকায়ে ঝরেছে সকল গোলাপগুলি,
বুলবুলি অলি মিঠে বোলে আর যায়নাক হেথা বুলি,
সবে দিল ফাঁকি, আঁছস একাকী শেষ বিদায়ের বাণী,
জীবন পথের একলা পথিক, পথ আর কতখানি ?
বাথার বাথী বা মরমের কথা শুনিতে সাথীটি নাই
তিল তিল করে’ দাহ সহে তোরে মরিতে দিবনা ভাই ।
প্রিয়জন গুলি ঘুন্সায় যথায় শোধিয়া ধরার ঋণ,
তুমিও তথায় লভ’গে শান্তি,—জীবন-বৃন্তহীন ।
এমনি করিয়া বান্ধবগুলি চলে যাবে যবে ছাড়ি
আমিও তাঁদের পিছু-পিছু আছা চলেযেতে যেন পারি,
মহিমোজ্জল কিরীট হইতে রতন রাজির মত,
শ্রেয়মানন্দের সংসার হতে একেএকে যবে গত,
শূন্য হৃদয়ে সমাধি নিলয়ে এক। কে জাগিবে রাত্রি ?
তোর মত যেন সেও হয় ভাই বন্ধুগুলির সাথী ।

চাতক

বৃষ্টির নাহিক আশা, ধররোদ্রে দগ্ধ প্রায় মহী
বারি বিন্দু তরে তবু বিহরিছ কত ব্যথা সহি ।
তৃষ্ণায় বিস্তৃককণ্ঠ চৌকারে বিদীর্ণ হয়ে যায়
তবু তুমি নামিবেনা তৃণশাস্তি লাগি এ ধরায় ?
একি অভিমান তব ওরে দীন কান্দাল যাচক
প্রাণ দিবে তবু তুমি নত নও, 'সগন্ধ' চাতক ?
বুঝিয়াছি তব নীতি, হে মনস্বি জানিয়াছে সার
নীচের করুণা হতে শ্রেয়ঃ তীত্র বেদনা তৃষ্ণায় ।
প্রার্থনা নিফলা তবু বিধেয় তা' মহৎ সকাশে
অগোরব, যাক্কা যদি পূর্ণ হয় অধমের পাশে ।

কবীরের সহজপ্রেম

নীরের মাঝে মীনের মত তোমার প্রেমেই রই
প্রেমের অতুল আদর লভি প্রেমের আঘাত সই ।
জানিনাক তোমার বরণ, তোমার স্বরূপ তোমার ধরণ,
বুঝি শুধু তোমার প্রেমের যায়না পাওয়া থই ।

সইতে নারি হোমের জালা জপিনাক তুলসী মালা,
বাইনা কোথাও, তীর্থপথের পথিক আমি নই ।
ও প্রেমছাড়া আর কি পেতে, হবে মোরে ওহার যেতে
জানি না আর কাব্য কিবা তোমার ও প্রেমবই ।

বাচালতা

বিজ্ঞ শুধু সার কথা কহে শুভক্ষণে
অত্রথা সংঘত রাখে আপন রসনা,
বুদ্ধিহীন নিশিদিন বিনাপ্রয়োজনে
যথা তথা করে নিজ জিহ্বার চালনা।
বীৰ্য্যবান অনিবার্য্য প্রয়োজন ছাড়া
করেনাক ঋণ চৰ্ম্ম কোষের বাহির,
বীৰ্য্যহীন নিশিদিন হাতে লয়ে খাঁড়া
বাতাসে ঘুরায় করে বীরত্ব জাহির।

প্রথম শোক

(বিসেস হিম্যানস্.)

ভাইটিকে মোর ডেকে-দাও মাগো খেলিতে যে আমি পারিনা একা
ফুলের সময় এসেছে ত ফিরে,— তার কেন মাগো নেইক দেখা ?
মোদেরি লাগানো বাগানের গাছে ফুলে-ফুলে আর নেই যে ঠাঁই
ডাক' মা তাহারে গাছ ফলভারে, ভেঙে-পড়ে, হাতে ছুঁতে যে পাই।
“বাছারে আমার তব ডাক আর শুনে আসিবেনা হার সে ফিরে
মধুমাস সম যে মুখ হাসিল ধরায় সে মুখ হাসিবে কি রে ?
গোলাপের মত জীবন তাহার গোলাপেরি মত ফুরিয়ে গেল,
খেলিছে সে বাছা সুর-নন্দনে আজি তুমি হেথা একলা খেল'।”
এত ফুল পাখী সবই ছেড়ে গেল ! আমি তবে তার বুখাই ডাকি ?
তরা কাণ্ডনের সুখের মেলায় ফিরিবেনা আর পরাগ মাখি ?

বহরী
কক

গোষ্ঠে মাঠে ঘাটে বেড়ান কি শেষ ? মিছে কেন সাঁঝে প্রদীপ জ্বালো ?
সে ছিল যখন কেন বুকে ধরে' আরো প্রাণ ভরে' বাসিনি ভালো ?

জ্যোতিহার

জীবনের জ্যোতি ফিরেছ ত্র্যলোকে অন্ধ করি এ অঁধি
ফুল গৌরব নিয়ে গেছে সব তমাল তিমির রাধি ।
বুকের পাজর শূন্য পিঞ্জর বৃথা বহে' মরি ভার,
শোণিতবিন্দু শোক শায়কের ক্ষতে ঝরে অনিবার ।
এ গৃহ জীবনে এ ইহ ভুবনে স্পৃহা আর বল কিসে ?
পলে-পলে দহি তিলে-তিলে সহি শত-শত অহিবিষে ।
ভবতটিনীর খেয়াপারে যাপি দুর্ধ্যোগ বিভাবরী,
ঐ পরপারে আবার বাছারে মিলনের আশা ধরি ।

স্বপ্রকাশ প্রেম

সে মহাপ্রেমের অনলে যখন জ্বলে' টেঁচে সব প্রীতি
সে-কথা কারেও ডাকিয়া বলার নাহি কোনদিন রীতি ।
সবার দৃষ্টি করে তা উজল, সবার নেত্রে দেয় নববল,
সকল হৃদয়ে দ্বব করে সেবে সব সংশয় ভীতি ॥
কুসুমের মত নিজ সৌরভে মণিসম দীপনায়,
রবিশশিসম তেজোগৌরবে পরকাশে আপনায় ।
পরকাশে সে-যে ভাবে-ভঙ্গিতে সকল বচনে কাজে ইঙ্গিতে ।
সে নহে গর্ক,—সে প্রেমোন্মাদে ইহাই ধর্ম রীতি ।

অনুদিত শ্লোকাবলী

কোটিবার নামরূপ একবার ধ্যানের সমান,
সমতুল্য লয়বোধ, কোটিবার ধ্যানধারণার,
লয়জ্ঞান হতে শ্রেষ্ঠ কোটিবার, প্রাণময় গান
গান হতে বড় কিছু নাহি বিশ্বে ভক্তি সাধনার।

ভাস্করদেব নামেন যখন অন্তঃসাগরতটে
গ্রহতারকায় দেননাক তেজ, হ্রাতি দিয়ে বা'ন বটে।
তঁারি তেজে তারা বলী হয়ে পাছে তঁারে করে অগমান
হীন হুর্লভ ভাস্কর মাঝে নিজতেজ রেখে যান।

আগুনে গুড়িতে না'হ মোর খেদ লোহারো তাড়নে নীরব থাকি
কুঁচের সঙ্গে তুলনা-তোলন এ-বেদনা আমি কোণায় রাখি ?
রসালের রস পান করে' পিক গর্ক করেনা ভুলেও কভু,
কাদাজল পিয়ে ভেক ঘটা করে' মকমক করে' জালায় তবু।

বহ্নন্দন তবন্তভনাম একবার ভূলে যে উচ্চায়ে
ভববন্ধনে মায়া'র পীড়নে দুঃখ সহিতে হয়না তারে।
তব নাম আমি করি অবিরামই কখন না থামি দিবস-রাত্রে
বন্ধন মম দৃঢ়হতে দৃঢ় হইতেছে আরো খাঁচার সাথে।

ওগো জলধর, বিহগপ্রবর পিকেরে করিয়! নীরব-নত
ভেকেরে মুখর করিয়া, আদর কদর তাহার বাড়ালে কত।
তাও সহ্য যায়, কিন্তু হে হায় আবরি নিশীথগগনরাজে,
জোনাকির দল করিলে উজ্জল এ-ব্যথা প্রবল হৃদয়ে বাজে।

দোষ ত্যজি শুধু গুণ লয় গুণী অসতের রতি ঘৃণিত দোষে
নারীপয়োধরে শিশুসুখা হরে জ্যোৎস্না কেবল শোণিত শোষে।

সোনার পিঁজরে রাখিয়া, এ দেহে বুলায়ে কমলপাণি,
গোরসের সাথে দাড়িমরসাল-রসধারা দেয় ছানি।
মোরে অবিরাম রামরাম নাম শুনাইছে পরিজন,
তবু সেই বনে জন্মফোটে পড়ে আছে মোর মন।
স্বক্ষেত্রে রোপিত বীজে লভে বহু শস্যফল কৃষকবর্কর,
শস্য, ক্ষেত্র গণায়ত্ত, বপ্তার গুণের পরে করেনা নির্ভর।
ওগো ব্যাধ লও যা'খুশী কাটিয়া দেহের মাংস, কাতর নই,
স্তন দুটি শুধু বাকী রেখ, নেই বাছার উপায় ও-দুটি বই।

প্রেমের বসন্ত

(ভানী)

বসন্তের আয়োজন বরষায় ধবন্তছিন্ন, দলিত, মলিন,
প্রেমের গোলাপবাগে—চিরমধুমাংস জাগে—শাখত নবীন,
বাঁসসমুদ্র জড় শীতাহত এ-জীবনে—সবি অন্ধকার,
আনন্দের জ্যোৎস্নালোকে কোয়েলে ডাকায় শুধু প্রেমের 'বাহার'

দৃষ্টি

করক যতই উচ্ছে গৃধ্ৰ বিচরণ
নিবন্ধ তাহার দৃষ্টি গো-শ্মশানপানে,
নীচাত্মা যতই বিস্তা করক অর্জুন
ঘৃণিত লালসা তারে নীচেতেই টানে।

ভূমিতলে যত নিম্নে করুক নিবাস
 ভরতপক্ষীর দৃষ্টি উর্দ্ধপানে ধায়,
 মহাপ্রাণ, হোক কেন মূর্থ অপ্রকাশ
 চিত্ত তার উর্দ্ধমুখী,—পূর্ণ গরিমায়।

মাতৃস্নেহ

নদীহ্রদ উৎসমুখ তড়াগ পবন,
 গ্রীষ্মতাপে হয় ক্রমে বিগুণ নির্জল,
 হিমবারি শুষ্ককক্ষে কুপ রক্ষা করে
 অন্তরালে থাকি জীবে দেয় অকাতরে।
 সৌভ্রাতৃ প্রাণ মৈত্রী করুণা, সংসারে
 হৃদ্বিনে একটি বিন্দু না মিলিতেপারে,
 মায়ের সরস হৃদি কভু শুষ্ক নয়
 গোপনে সন্ততি তরে উথলিতে-রয়।

ব্যর্থ

গংসার অরণ্যমাঝে কেহ দেয় ফল
 কেহ দেয় ফুল, কেহ পল্লব কেবল,
 কেহ দেয় ছায়া, কেহ পাখীরে আশ্রয়
 কেহ দেয় সবি, কেহ সর্ব্বগুণময়।
 যার কিছু নাই, নাই ফুলের সৌরভ
 নিঃশুছায়া মিষ্টকল, পল্লব-গৌরব
 সেও হেথা ব্যর্থ নয়, নিজ অঙ্গ দিয়া
 বিশ্বের জীবন-বজ্র রাখে সঞ্জীবিয়া।

তীর সন্ধান

মিছে তাঁহার খুঁজেছ কোথায় তিনি তোমার পাশে
মসজিদে নেই মন্দিরে নেই কাবা বা কৈলাসে ।
জপে নেইক যাগে নেইক ষোগে বা বৈরাগে
তিনি তোমার আশে পাশে, তিনি তোমার আগে ।
গভীর সাগর রবিসোমে নেই ব্যোমে বাতাসে
কবীর কহে আছেন তোমার নিখাসে প্রাসে ।

ধান্ত-দূর্কী

চাহিনাক ভোগমুখ, চাহিনাক হিরণ্যের খনি,
চাহিনা মর্যাদা খ্যাতি রাষ্ট্রেশ্বর্য, হে বঙ্গজননি ।
দিয়ে মোরে জন্মে-জন্মে আশীর্বাদ তব চিরন্তন,
মুঠা ভরি ধানদূর্কী আর কোন' নাহি আকিঞ্চন,
অধিক চাহিনা মাগো চাহিবার নাহি অধিকার,
কাভাল সংসার মাঝে দীনতম প্রার্থনা আমার,
শাক-অন্নে শিশুগণে দূর্কীদলে গোধনে বাঁচায়ে,
অপ্রবাসী ঋণমুক্ত রহি যেন পল্লী-বটছায়ে ।



শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন—

“তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্রামল।
বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায়
ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস
হইয়া কোথাও বা মেঘর কোথাও বা প্রকুল হইয়া উঠিয়াছে।
তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার
ভুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।

ঋতুমঙ্গল

মূল্য ৯/০—মুদ্রা বঁাদাই : ১

প্রবাসীর মস্তব্য। বড়বড় বিচিত্র বিলাসলীলা, দ্রুপদৈচিত্র্য; ও সম্পদ
সম্ভারের বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়া বহু বস্তু-কবিতার সমষ্টি এই ঋতুমঙ্গল। কবি
বিচিত্র হ্রদের কবিতার প্রকৃতির বড়বড় বিশেষত্বের সহিত বাঙ্গালীর অন্তরের
যোগ সাধন করিয়া দিয়াছেন। যাঁরা প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্যে মানব মনের ভাব
ঐক্যের স্তম্ভপ্রোত আদান প্রদান অনুভব করিতে চান তাঁরা ঋতুমঙ্গল-রচয়িতা
মহাকবি কালিদাসের চরণাঙ্কাসারী এই কবি কালিদাসের ঋতুমঙ্গল পাঠ
করিয়া আনন্দিত হইবেন। প্রবাসী চৈত্র ১৩২৫।

বল্লরী (২য় সংস্করণ,—পরিবর্দ্ধিত)

১ বঁাদা মূল্য ৮/০, ভ্রমক্রমে ১ম পাত্রে ৮০ আনা ছাপা হয়েছে।

ভারতীয় মস্তব্য—কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে স্নিগ্ধ, ভাবায় সুন্দর
বন্ধারে রমণীয়, হ্রদের অপূর্ণ লীলার মনোহর। শব্দচয়নেও লেখকের দক্ষতা
অপূর্ণ। এই তরুণ কবির কলবন্ধারে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে প্রাণের
ভার পে বন্ধারে সঘন পলিত হইয়া উঠে।

ব্রজবেণু—মুলা ৥১০ বাঁধা :

কবির শ্রীমুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী বলেন—

“তোমার ব্রজবেণু মরমে গশিল গৌ আকুল করিল মোর প্রাণ।”

আধুনিক কবিকুলে তুমিই একমাত্র ব্রজকবি, তোমার বিশেষত্ব—তুমি ব্রজের মধ্যে ব্রজাও দেখিয়াছ। স্বার্থকে এমন কর্তব্যপন্থের উপযোগী সরস সরল স্বাভাবিক করা এখন শ্রেণীর কবির কাজ—তুমি তাই। ব্রজবেণু আমাকে শুধু আকুল করে নাই—অবাক্ করিয়াছে।” ভারতবর্ষ।

পর্ণপুট—১মখণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ) উৎকৃষ্টবাঁধা, ১।০

“কবিতাগুলিতে সার আছে—সত্যস্বন্দর ও মঙ্গলের সমাবেশে হৃদয়গ্রাহী”—

ভারতবর্ষ।

“কবিতাগুলি পড়িয়া সত্যসত্যই মুগ্ধ হইয়াছি—শ্রীঅম্বিনীকুমার দত্ত।

“পর্ণপুটের কতগুলি কবিতা আমার খুব ভাল লেগেছে”—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

“ভাষায় ভাবে, অলঙ্কারে অঙ্কনে চিত্রণে কবি শক্তিমান”—বঙ্গবাসী।

পর্ণপুট—২য়খণ্ড—উৎকৃষ্ট বাঁধা মুলা ১।০

প্রবাসী :—অধিকাংশ কবিতাই বেশ সহজ সুন্দর—অনেকগুলি স্বদেশ প্রেমে ও স্বজাতি পৌরবে অনুপ্রাণিত। গল্পীস্বন্দর কবিতাগুলি মিত্র।

বঙ্গমন্ত্রী :—বঙ্গসাহিত্যের অপূর্ণসম্পদ,—ভাবে প্রাণস্পর্শী, শব্দশালিত্যে ও গদ বোজনায় অভিনব।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও ৩১, কাঁশারীপাড়া রোড ভবানীপুরে শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

